Place your Ad here.
Contact:
Tel:347-753-2355
Email:
bornomalanews@gmail.com

# বর্ণমালা

Bornomala US-Bangla Community Newspaper

Editor & Publisher- Mahfuzur Rahman

Place your Ad here.
Contact:
Tel:347-753-2355
Email:
bornomalanews@gmail.com

Published by Bornomala Corp., 153 15 111 Ave, Jamaica, NY 11433. Tel; 347-753-255. Fax: 718-307-7042. Email: bornomalanews@gmail.com

শুক্রবার, ৯ জৈষ্ঠ্য, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ- Friday, May 22, 2009 - Vol-1, Issue- 02

## ফোবানার নামে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করা হলে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে

টেক্সাস ব্যুরো: ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান হাসমত মবিন বলেছেন হিউস্টন শহর ব্যতীত নর্থ আমেরিকার অন্য কোথাও ফোবানার নামে নথ আমেরিকার প্রবাসীদের ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করা হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে। গত ১৭ মে রবিব-ার সাপ্তাহিক বর্ণমালার সাথে একান্ত স্যাাৎকারে মবিন জানান যে টেক্সাসের হিউস্টন শহরে ২০০৯ ফোবানা কনভেনশনের প্রস্তুতির কাজ দ্র"তগতিতে এগিয়ে চলেছে।

ফোবানা কনভেশন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ২, ৩, ৪ জুলাই হিউস্টনের জর্জ ব্রাউন কনভেনশন সেন্টারে। ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসাবে আসছেন এবারের ফোবানায়। এছাড়াও বাংলাদেশ থেকে খ্যাতনামা শিল্পীরা আসছেন।

ফোবানা কার্যকরী কমিটির পক্ষে হাসমত মবিন উত্তর আমেরিকার সকল বাংলাদেশী সংগঠনকে আগামী ১৫ জুনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করেছেন। তিনি জানালেন, এ পর্যন্ত মোট ২০ টি সংগঠন হিউস্টন ফোবানায় রেজিস্ট্রেশন করেছে।

এবারের ফোবানায় শ্রোতাদের মাতাতে আসবেন বাংলাদেশ থেকে সাবিনা ইয়াসমিন, ফেরদৌস ওয়াহিদ, হাবীব ও জনপ্রিয় ব্যান্ড গোষ্ঠী ফিডব্যাক। এছাড়া উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় শিল্পীরাতো আছেন।

ফোবানা ২০০৯ শেষ হবার পর পরই ব্যান্ড গোষ্ঠী ফিডব্যাক'কে নিয়ে 'ডালাস' শহরে আগামী ১১জুলাই মন-মাতানো সঙ্গীত সন্ধ্যার আয়োজন করা হবে।

ফোবানা ২০০৯ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে, হিউস্টন শহরের মেয়র এবং টেক্সাসের গভর্নরকে বিশেষ আমন্ত্রন জানানো হয়েছে। এবারের ফোবানার উলে-খ্যযোগ্য আকর্ষন হতে যাচ্ছে 'মোবাইল মুক্তিযুদ্ধ মিউজিয়াম' এবং মুক্তিযুদ্ধের উপরে বিশিষ্ট আলেখ্য অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন দেশের এবং প্রবাসে বসবাসরত অনেক বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা। এবারের ফোবানা ২০০৯-এর মূল ল্য হবে এদেশের নতুন প্রজন্মকে বাংলাদেশের জন্ম এবং মুক্তিযুদ্ধ অবহিত করা।

ফোবানা ২০০৯ সম্মেলনকে সার্থক করার জন্য স্বাগতিক সংগঠন 'বাংলাদেশ এসোসিয়েশন হিউস্টন' এর প্রায় ২০০ ভলান্টিয়ার অকান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। এদের সার্বিক তত্ত্বাধানে আছেন সম্মেলনের কনভেনর আফজাল আহমেদ এবং মেম্বার সেক্রেটারী আজাদ উল হক।

সম্মেলনে ৬০০০-৭০০০ লোকের উপস্থিতি আশা করা হচ্ছে।

হাসমত মবিন জানালেন, হিউস্টন ফোবানার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরার জন্য আগামী ৩০ মে নিউইয়র্কে সম্মেলন কমিটি প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করেছে। তিনি আরও জানালেন, সম্মেলনের মিডিয়া পার্টনার থাকছে বাংলাদেশী টিভি চ্যানেল 'এনটিভি'।

সম্মেলনে আগত অতিথিদের থাকবার জন্য ফোবানা ২০০৯-এর কর্মকর্তারা সম্মেলন কেন্দ্রের পাশেই দুইটি বড় হোটেল হিলটন এবং হলিডে ইন-এ বিশেষ ডিসকাউন্ট রেটের চুক্তি করেছেন। এ ছাড়াও যাতায়াতের জন্য বিশেষ লিমুজিন সার্ভিসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সবশেষে মবিন ফোবানা ২০০৯ সম্মেলনকে সার্থক কারার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানান।

রেজিস্ট্রেশন ও আরও বিস্তারিত জানার জন্য ফোবানার ওয়েব সাইটে www.FOBANA2009.COM অথবা www.MYFOBANA.COM- এ ভিজিট কারর অনুরোধ করেছেন।

## সম্পাদকীয়

কমিউনিটির বড় বড় সংগঠন বা স্বচ্ছল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অথবা বিত্তবানদের এক রকম পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কমিউনিটির ক্রীড়াঙ্গন ধীরে ধীরে উজ্জল থেকে উজ্জলতর অবস্থানে উঠে আসছে। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিষ্ঠান সোনালী এক্সচেঞ্জ দীর্ঘদিন ধরে নিউইয়র্কের বাংলাদেশ ফুটবল লীগের স্পন্সর করে ক্রীড়ামোদীদের কাছে শ্রদ্ধার আসনে আসীন হয়ে থাকলেও তাদের সেই স্পন্সরশীপ দিয়ে ফুটবল লীগের পুরো ব্যয় বহন সম্ভব না। ফলে ফুটবল লীগের আযোজকদের লীগ শেষ করতে ধর্না দিতে হয় আরও অনেক জায়গায়।

ফুটবল নিয়ে বাঙ্গালীর উন্মাদনাকে ব্যবসায়িক প্রচারণার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে ব্যবসার প্রসার ঘটানো যায় সহজে। আর এই বিষয়টিকে ঠিকভাবে উপলদ্ধি করে নিউইয়র্কের অন্যতম বাংলাদেশী ফ্রোজেন মাছ আমদানীকারক প্রতিষ্ঠান সাউদার্ণ ফুডস স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকার প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে সাউদার্ণ ফুডস ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করে সবার দৃষ্টি কেড়েছে। খেলাধুলার প্রতি সাউদার্ণ ফুডসের সহযোগিতার এই মনোভাবকে অনুসরণ করে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোও অন্যান্য খেলাধুলায় স্পন্সর করতে এগিয়ে আসবে এটাই আমাদের কাম্য।

কামনা করি সাউদার্ণ ফুডসকে অনুসরন করে চলতি ক্রিকেট লীগকে স্পন্সর করতে এগিয়ে আসবে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান। খেলাধুলাকে স্পন্সর করার মধ্যে দিয়ে আসলে যেকোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে কমিউনিটির ভবিষতকে লালন করেন। কারন ফুটবল ও ক্রিকেটের দুটি আসরে এক হিসাবে হাজারেরও বেশী তরুন নিজেদেরকে জড়িয়ে রেখে সুস্থ জীবন-যাপনের ব্রত গ্রহনের পাশাপাশি সুস্থ কমিউনিটি বিনির্মাণে ভূমিকা রাখছে।

বিত্তশালী ব্যক্তি ও স্বচ্ছল প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন খাতে তাদের অনুদান দিয়ে থাকেন। আমাদের অনুরোধ মাঝে মাঝে আপনাদের সেই অনুদানের কিছু অংশ কমিউনিটির ক্রীড়াঙ্গনে স্পন্সরশীপ হিসাবে দিয়ে কমিউনিটির তরুন প্রজন্মের কাছে নিজেদের মহত্বকে তুলে ধরুন।

## সাউদার্ন ফুডস ফুটবলে বিয়ানীবাজার একাদশ চ্যাম্পিয়ন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ)ঃ সাউদার্ন ফুডস ফুটবল টুর্নামেন্ট বিয়ানীবাজার একাদশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। টুর্নামেন্টে রানার্স আপ হয়েছে বেস্ট অব নিউইয়র্ক। গত ১৭মে রোববার বিকেলে কুইন্সের নিউ টাউন ফুটবল স্টেডিয়ামে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত এবং টাইব্রেকারে টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপের ফলাফল নির্ধারিত হয়। খেলা শেষে প্রধান অতিথি হিসেবে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ দলের কাছে ট্রফি তুলে দেন নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কন্সুলেটে নিযুক্ত কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ শামসুল হক।

ফাইনাল খেলার শুরুতেই বিয়ানীবাজার একাদশ ও বেস্ট অব নিউইয়র্ক আক্রমন পাল্টা আক্রমন করে খেললেও খেলার জন্য নির্ধারিত প্রথম ও দ্বিতীয়ার্ধে উভয় দলই গোল করতে ব্যর্থ হয়। খেলায় উভয় দল একাধিক গোলের সুযোগ পেয়েও তা কাজে লাগাতে পারেনি। ফলে খেলাটি গোল শূন্য (০-০) থাকায় টাইব্রেকারে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপের ফলাফল নির্ধারিত হয়। ৫-৫ গোল শটের মধ্যে বিয়ানীবাজার ৪টি এবং বেস্ট অব নিউইয়র্ক ৪টি করে গোল (৪-৪) করায় এই পর্যায়েও খেলাটি ড্র থাকে। পরবর্তীতে এক এক করে শটে ফলাফল নির্ধারনের সিদ্ধান্ত হলে বিয়ানীবাজার (২-১) গোলে এগিয়ে যায় এবং টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

খেলায় অখেলোয়ারী সুলভ আচরনের জন্য দ্বিতীয়ার্ধের ১৪ মিনিটের সময় রেফারী জর্জ বিয়ানীবাজারের গেল রক সোহেলকে লাল কার্ড প্রদর্শন করে এবং সোহেলকে বাধ্য হয়ে মাঠ ত্যাগ করতে হয়। এছাড়া বিয়ানীবাজার একাদলের আরো একজন খেলোয়ারকে হলুদ কার্ড প্রদর্শন করা হয়। ফলে এই অর্ধেক বাকী সময় বিয়ানীবাজার একাদশকে ১১ জনের স্থলে ১০ জন খেলোয়ারকে নিয়ে খেলতে হয়। গোল রক সোহেল মাঠ ত্যাগের পর কৃতি খেলোয়ার রানা গোলররে দায়িত্ব নিয়ে বেস্ট অব নিউইয়র্কের ফ্রি কিক ›ংখে দিয়ে দলের মধ্যে শক্তি ফিরিয়ে আনেন।

বিয়ানীবাজার একাদশঃ সুজন, রানা, তারেক, নয়ন, সাবুল, সিদ্দিকুর, মিঠু, বিপ-ব, পবন, খোকন ও সোহেল।

অতিরিক্তঃ বাবুল, বিনু, মুরাদ, লিটন, দেলোয়ার ও কফিল।

উদ্বোধনী পর্ব

টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী পর্বে খেলা শুরুর আগে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক নিউইয়র্কের সাধারন সম্পাদক রানা ফেরদৌস চৌধুরী। এসময় তিনি উভয় দলের খেলোয়ারদের সাথে পরিচিত হন। এ সময় বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকার সভাপতি মঞ্জুর আহমদ চৌধুরীও সংপ্তি বক্তব্য রাখেন। এরপর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় সঙ্গীতের অংশ বিশেষ পরিবেশিত হয়। উদ্বোধনী পর্ব পরিচালনা করেন বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকার সাধারন সম্পাদক মিছবাহ আবেদীন।

পুরস্কার বিতরন টুর্নামেন্টের খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ দলের কাছে ট্রফি তুলে দেন কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ শামসুল হক। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে তার সাথে ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক নিউইয়র্কের সাধারন সম্পাদক রানা ফেরদৌস চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি কামাল আহমেদ, বিয়ানীবাজার সমিতির সভাপতি মাশুকুল ইসলাম খান। পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও

বিশেষ অতিথি ছাড়াও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকার সভাপতি মঞ্জুর আহমদ চৌধুরী, সাধারন সম্পাদক মিছবাহ আবেদীন ও টুর্নামেন্টের স্পন্সরকারী প্রতিষ্ঠান সাউদার্ন ফুডস'র ভাইস প্রেসিডেন্ট বেলাল আহমেদ চৌধুরী। পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন স্পোর্টস কাউন্সিলের সাবেক সাধারন সম্পাদক ও জালালাবাদ এসোসিয়েশন সাধারন সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম।

টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন ট্রফি স্পন্সর করে জালালাবাদ এসোসিয়েশন, রানার আপ ট্রফি স্পন্সর করে প্রবাসের অন্যতম ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ফাতেমা ব্রাদার্স ইন্ক, চ্যাম্পিয়ন দলের ব্যক্তিগত পুরস্কার (ট্রফি) স্পন্সর করেন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতাকারী 'মিতা-আহবাব' পরিষদের সভাপতি পদপ্রার্থী বদরুন্নাহার মিতা ও সাধারন সম্পাদক পদপ্রার্থী আহবাব হোসেন খোকন। এছাড়া রানার্স আপ দলের ব্যক্তিগত পুরস্কার (ট্রফি) স্পন্সর করেন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতাকারী সাধারন সম্পাদক পদপার্থী জেড চৌধুরী জুয়েল।

বেস্ট খেলোয়ার রানা

সাউদার্ন ফুডস ফুটবল টুর্নামেন্টে বেস্ট খেলোয়ারের মর্যাদা লাভ করেছেন বিয়ানীবাজার একাদলের রানা। খেলা শেষে তার হাতে ট্রফি তুলে দেন কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ শামসুল হক। এই পুরস্কারটি স্পন্সর করেছেন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতাকারী সাধারন সম্পাদক পদপ্রার্থী আব্দুল হাসিব মামুন।

র‌্যাফল ড্র

সাউদার্ন ফুডস ফুটবল টুর্নামেন্ট উপলক্ষ্যে বিশেষ র‌্যাফল ড্র'র আয়োজন করা হয়। সাউদার্ন ফুডস ইন্ক'র প থেকে মাঠে উপস্থিত সকল পর্যায়ের অতিথি ও দর্শকদের মাঝে বিনামূল্যে ক্যান্ডি বিতরণ করা হয়। আর এই ক্যান্ডির মধ্যে লুকানো রাখা হয় বিভিন্ন পুরস্কারের বিশেষ সিম্বল। চ্যাম্পিয়নও রানার্স আপ ট্রফি বিতরন শেষে এই বিশেষ র‌্যাফল ড্র'র পুরস্কার বিতরন করেন সাউদার্ন ফুডস ইন্ক'র প্রেসিডেন্ট ও সি ইও আমজাদ হোসেনের স্ত্রী, ভাইস প্রেসিডেন্ট বেলাল আহমেদ চৌধুরীসহ সাউদার্ন ফুডসের অন্যতম কর্মকর্তা বোরহান উদ্দিন ও স্পোর্টস কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার। র‌্যাফল ড্র'র পুরস্কারের সংখ্যা ছিল ১৫০টি। উলে-খযোগ্য পুরস্কারের মধ্যে ছিলো বাসমতি চাল, রূপসা ইলিশ, চানাচুর, এনার্জি ড্রিংক প্রভ"তি। এছাড়াও সাউদার্ন ফুডস ইন্ক'র প থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাঝে বিশেষ পুরস্কার বিতরন করা হয়।

বিয়ানীবাজার একাদশ যেভাবে ফাইনালে উঠে

বিগত ১৯ এপ্রিল সাউদার্ন ফুটবল টুর্নামেন্টের খেলা শুরু হয়। টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সাউদার্ন ফুডস ইউএসএ'র প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী এস এম আমজাদ হোসেন। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিনের খেলায় বিয়ানী বাজার একাদশ ২-১ গোলে ব্রঙ্কস ইউনাইটেডকে পরাজিত করে সরাসরি সেমিফাইনালে উঠে।

গত ৩মে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের দুটি সেমিফাইনালের একটিতে বিয়ানীবাজার একাদশ টাইব্রেকারে ৪-১ গোলে ওজনপার্ক যুব সংঘকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠে।

উলে-খ্য, বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকার ব্যবস্থাপনায় প্রথমবারের মতো আয়োজিত সাউদার্ন ফুডস ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। নক আউট পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টে মোট ৮টি দল অংশ নেয়। আরো উলে-খ্য, এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহনকারী ৭টির থেকে বেছে নেয়া খেলোয়ারদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে বেস্ট অব নিউইয়র্ক। নিয়মানুযায়ী ৭টিমের খেলোয়াররা বেস্ট অব নিউইয়র্ক টিম ছাড়া অন্য কোন টিমে অংশ নিতে পারেনি।

## নিউইয়র্ক ক্রিকেট লীগে অরবিট ও জ্যামাইকার জয়

নিউইয়র্ক: মাঠে গড়িয়েছে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ ক্রিকেট লীগ। গত ১৭ মে রবিবার কুইন্সের কিসেনা মাঠে লীগের উদ্বোধন করেন সাপ্তাহিক ঠিকানার সম্পাদকমন্ডলরি সভাপতি সাবেক সংসদ সদস্য এম এম শাহীন।

উদ্বোধনী দিনে প্রিমিয়ার লীগ ও প্রথম বিভাগের একটি করে খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রিমিয়ার লীগের খেলায় অরবিট ৩ উইকেটে হারায় নিউইয়র্ক সুরমাকে। সুরমার ১০২ রানের ইনিংস টপকাতে নাদিমের ৪৯ রানের সুবাদে ৭ উইকেট খরচ করে জয়ের দ্বারপ্রান্তে পোঁছে যায় অরবিট।

প্রথম বিভাগ লীগের খেলায় জ্যামাইকা ইয়্যুথ ক্লাব ৮ উইকেটে নিউইয়র্ক পেসারকে।

নিউইয়র্ক পেসারের মামুলী সংগ্রহ ৬৩ রান টপকাতে মাত্র দুই উইকেট গুনতে হয় জ্যামাইকা ইয়্যুথকে। জ্যামাইকার জাফর করেন ম্যাচের সর্বোচ্চ ৩২ রান।

## জালালাবাদ এসোসিয়েশন নির্বাচন- ২০০৯

# ব্রঙ্কসে কামাল-মামুন পরিষদের নির্বাচনী প্রস্তুতি সভায় ব্যাপক সাড়া

নিউইয়র্ক: গত ১৭মে রবিবার রাতে ব্রঙ্কসের জলখাবার রেস্টুরেন্টে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও লেখক এম এ করিম চেওধুরীর (করিম দাদ) সভাপতিত্বে ও সিরাজ উদ্দিন সোহাগের পরিচালনায় এক নির্বাচন প্রস্থতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় হল ভর্তি ব্রঙ্কসবাসী অতি উৎসাহ আর উদ্দীপনার সাথে কামাল মামুন পরিষদের প্রতি সমর্থন জানান। সভায় সিলেট বিভাগ তথা প্রবাসের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে নির্বাচনী প্রস্থতি সভাটি একটি আনন্দমুখর অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। কামাল-মামুন পরিষদের সুষ্ঠতা, সততা এবং কর্মদতা জালালাবাদ বাসীকে অনুপ্রাণীত করেছে এবং জালালাবাদ এসোসিয়েশনকে আরো গতিশীল ও সফল সংগঠন হিসাবে দাড়ে তুলবে। সাথে সাথে ডিজিটাল জালালাবাদ এলাকা গড়তে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে বক্তব্য রাখেন ব্রঙ্কস বাংলাদেশ সোসাইটির উপদেষ্টা নূরুল এ হিয়া, হাজী বশির আহমেদ, সাব্বির কাজী আহমেদ, রিয়াজ উদ্দিন, কাছামিয়া, নূরুল ইসলাম, ফজলুল হক চৌধুরী বাবুল, হিরা খান, নজরুল হক, আব্দুল হান্নান চৌধুরী, মাসুদুল ইসলাম খান, মুস্তফা আল-ামা, সাইফুল আলম সিদ্দিকী, এহিয়া মেহেন্দি, আলী হোসেন, সাহিন আহমেদ, আজমল হোসেন কুনু, সিরাজ উদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ বসারত আলী, রশিদ আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক প্রার্থি আব্দুল হাসিব মামুন, সভাপতি পদপ্রার্থি কামাল আহমেদ। যোগ্যতার ভিত্তিতে জালালাবাদের সভাপতি-সম্পাদক নির্বাচন করার লে জালালাবাদ বাসীকে আহ্বান জানিয়ে বক্তাগণ বলেন বর্তমান সভাপতি কামাল আহমেদ দীর্ঘ ৩১ বছর যাবৎ জালালাবাদ বাসীর বিভিন্নভাবে সেবা এবং সহযোগীতা করে আসছেন। দীর্ঘ প্রবাস জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাটিয়েছেন জনগন আর বিভিন্ন সংগঠনের সহযোগীতার কাজে। বক্তাগণ কামাল আহমেদকে নির্বাচনী অঙ্গিকারের কতটুকু সম্পূর্ণ করেছেন বলে প্রশ্ন করেন। নেতৃত্বের প্রশংসা করে বলেন মামুন বাংলাদেশে থেকে প্রবাস পর্যন্ত সকল যায়গায় বিভিন্ন সংগঠনের বলিষ্ঠ ও সত্য নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন।

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচনে নির্বাচিত হলে উনার উজ্জ্বল প্রতিভার বিকাশ ঘটাবেন। জালালাবাদ এসোসিয়েশন যে পদমর্যাদায় এসে পৌছেছে তা রা ও গতিশীল রাখতে হলে কামাল-মামুন পরিষদের বিকল্প নেই। বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে সভাপতি পদপ্রার্থী কামাল আহমেদ বলেন আমার দীর্ঘ প্রবাস জীবনে আমি চেষ্টা করেছি জালালাবাদ বাসীর আশা-আকাড়খার প্রতিফলন ঘটাতে। আমার সমাজ কর্মের সকল সফলতা আমার প্রাণ প্রিয়, জালালাবাদ বাসীর আর ব্যর্থতা আমার। আমার বর্তমান মেয়াদের নির্বাচনী অঙ্গিকার ৯০ পার্সেন্ট পূরণ করতে সম হয়েছি বাকী অঙ্গিকার আমার এই মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে সম্পাদন করবো ইনশাআল-হ। আমি জালালাবাদ বাসীর সাথে থাকতে চাই তাই আমার চলার পথে কোনরূপ ভুল-ভ্রান্তি হলে আমি মা প্রার্থী। সভা শেষে ব্রঙ্কসে নির্বাচন পরিচালনার জন্য ১০১ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। সর্বসম্মতিক্রমে আহ্বায়ক আলহাজ্ব বশির আহমেদ, যুগ্ম আহ্বায়ক ফজলুল হক চৌধুরী বাবুল ও ফারুক চৌধুরী, প্রধান সমন্বয়কারী আব্দুল হান্নান চৌধুরী, সদস্য সচীব ফারুক আলী, যুগ্মসচীব জিল-ুর রহমান ও এমদাদুল ইসলাম সাহিন। সভাকে সার্বিক ভাবে সফল ও সার্থক করার জন্য কামাল-মামুন পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা কমিটি ও কামাল-মামুন পরিষদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানানো হয়।

# মিতা-আহবাব পরিষদের সমর্থনে প্যাটারসনে স্বরণকালের বৃহৎ সমাবেশ

প্যাটারসন: নিউজার্সীতে মিতা-আহবাব পরিষদের নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত। গত ১৬ মে নিউজার্সীর প্যাটারসনস্থ সেন্টমেরী সেন্টারে নিউজার্সীতে বসবাসরত জালালাবাদবাসীর উদ্যোগে আসন্ন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতারী মিতা-আহবাব পরিষদের সমর্থনে এক নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় চার শতাধিক জালালাবাদ বাসীর উপস্থিতিতে সভার সভাপতিত্বকরেন ইসলামী ফাউন্ডেশনের সভাপতি আলহাজ্ব রমজান আহমদ, সভাপরিচালনা করেন কমিউনিটি এক্টিভিস্ট এজিএম আবু। মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন। কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির যুগ্ম আহবায়ক ও মদিনা মসজিদের সভাপতি এডভোকেট নাসিব উদ্দিন, সভাপতি পদপ্রার্থী বদরুন্নাহার খান মিতা, সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী আহবাব হোসেন খোকন, সভার শুরুতে কালেমা পাক থেকে তেলাওয়াত করেন হাফেজ সৈয়দ খুবায়ের আলী, নিউজার্সীবাসীর প থেকে সভাপতি ও সাধারণ সমপাদক পদপ্রার্থীকে ফুলদিযে বরণ করে মাহি ও ডরিন। সভায় স্বাগতিক বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি নেতা সৈয়দ জুবায়ের আলী, প্যাটারসনে স্বরণ কালের বৃহৎ এ সমাবেশে প্যাটারসনে বসবাসরত জালালাবাদবাসীর প্রায় সকল মুরুব্বিয়ান, নতুন প্রজন্মের যুবসমাজ ও বিপুল সংখ্যক মহিলার সমাগম ঘটে যা সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছে। সন্ধ্যা ৭টায় সভা শুরু করার কথা থাকলেও সভা শুরু হয় মাগরিবের নামাজের পরে আর শেষ হয় রাত একটায়। এতে কমিউনিটির প্রায় ৩৭জন বক্তা বক্তব্য রাখেন প্রত্যেক বক্তার বক্তব্যেই ধ্বনিত হয় আমরা চাই পরিবর্তন, নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব। পরিবর্তনের ছোয়ায় নতুন উদ্যমে বিকশিত করতে চাই জালালাবাদ এসোসিয়েশনকে এবং মিতা আহবাব পরিষদকে পুর্ন প্যানালে নির্বাচিত করার সংকল্প ব্যক্ত করেন ও সবাই মিতা-আহবাব প্যানালের পে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ইসলামী ফাউন্ডেশনের সাবেক সভঅপতি আনসার আহমদ, বর্তমান সেক্রেটারী গিয়াস আহমদ, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান গোলাম মোঃ টেপন, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আসাদ উদ্দিন বটল, সাবেক চেয়ারম্যান আঃ মোক্তাদির তোফায়েল , সাবেক চেয়ারম্যান আঃ মোছাব্বির, সাবেক চেয়ারম্যান ফিরোজ মিয়া। ডাঃ আকামত আলী তালুকদার, ফয়জুর রহমান ফটিক, আবুল হোসেন সুরমান, প্যাটারসন মিশনের সাবেক সভাপতি আহমদ আলী লাল মিয়া, নতুন প্রজন্মের সৈয়দ আতিকুল হক সুমন, বদরুন্নাহার আহমদ, মোশাররফ আহমদ, মহিলাদের প থেকে বক্তব্য রাখেন মুক্তা আবেদিন, নিউইয়র্ক থেকে আগতদের প থেকে বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা আঃ জলিল , মুক্তিযোদ্ধা আঃ কুদ্দুছ, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি সৈয়দ শওকত আলী, নজরুর রহমান, দলা মিয়া, স্পোর্টস কাউন্সিলেট সম্পাদক মিসবাহ আবদিন, কুলাউড়া এসোসিয়েশনের সভাপতি সাহেদ চৌঃ, সম্পাদক তানবির লুবান, জিল-ুল হক জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সদস্য গৌছ খান ও এডভোকেট নাছির উদ্দিন প্রমূখ। সভায় জালালাবাদ এসোসিয়েশনের গত নির্বাচনে দুইবারের একজন সভাপতিকে ডিঙ্গিয়ে এবং বর্তমান সভাপতির সাথে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজিত বর্তমান নির্বাচনে সভাপতি পদপ্রার্থী বদরুন্নাহার খান মিতা গভীর রাতে যখন মঞ্চে দাড়ান বক্তৃতা দিতে তখন হল ভর্তি জালালাবাদবাসী দর্শক শ্রোতা তাকে করতালী দিয়ে অভিনন্দন জানান। মিতা তার বক্তব্যে গভীর রাত পর্যন্ত তার বক্তব্য শুনার জন্য ধৈর্য্য ধরে বসে থাকার জন্য মুরুব্বিয়ানসহ সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন আজকের এ সভা আমাকে অভিভূত করে প্রেরনা জোগাবে আগামীতে জালালাবাদবাসীর জন্য কাজ করার। আমি চাই আমাদের নতুন প্রজন্ম প্রবীনের সমন্বয়ে জালালাবাদ এসোসিয়েশনকে আরোও সুসগঠতি গণমূখী সংগঠন হিসেবে দাড় করাতে। আমাদের দীর্ঘ দিনের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে, প্রতিশ্র"তি নয় জালালাবাদের জন্য কিছু করতে চাই। এতে আপনাদের সহযোগিতার প্রয়োজন। জবাবদিহিতা সংগঠন হিসেবে জালালাবাদ এসোসিয়েশনকে গড়ে তুলতে আমি চেষ্টা করছি শক্তিশালী একটি টিম নিয়ে নির্বাচন করতে, তাই আমি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নিয়েছি কমিউনিটির একজন বিশিষ্ট কর্মী সুশিতি ও সংগঠক আহবাব হোসেন খোকনকে আমার বিশ্বাস আপনাদের এ পরিষদকে নির্বাচিত করলে আপনাদের সাথে নিয়ে আপনাদের আশা-আকাড়খার বাস্তবায়ন ঘটাবো। সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী আহবাব হোসেন বলেন আজকে এ উপস্থিতিই প্রমান করে আমরা আপনারা কি চাই। আমরা নির্বাচিত হলে জালালাবাদ এসোসিয়েশন শুধু নিউইয়র্ক ভিত্তি থাকবেনা আমরা নিউইয়র্ক, নিউজার্সী, পেনসিলভানিয়া, কানেকটিকাটসহ সবাইকে প্রাধান্য দিয়ে সকলের সমন্বয়ে জালালাবাদবাসীকে সংগঠিত করব। তাই প্রয়োজন আপনাদের সকলের সহযোগিতা। সভঅয় এজি এম আবুকে আহবায়ক, কুতুব উদ্দিন সুজামিয়া (সিলেট) শাহ গিয়াস রব্বানী চৌধুরী শাহীনকে সদস্য সচিব, হেলাল উদ্দিন হেলু (সিলেট), সেলিম আহমদ (মৌলভীবাজার), মাহবুব চৌঃ (সুনামগঞ্জ), নেসার উদ্দিন আহমদ চৌঃ (হবিগঞ্জ)কে যুগ্ম সদস্য সচিব, জালাল উদ্দিন ও ইয়হিয়াকে প্রচার সম্পাদক, হোসেন আহমদ ও নুরুল মুমিন পাপলুকে কোষাধ্য করে ৩০১ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়। তাছাড়া আনছার আহমদকে উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান সমন্বয়কারী করে আলহাজ্ব রমজান আহমদকে উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি করে মুরুব্বিয়ানদের নিয়ে একটি ৫১ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। উপদেষ্টা সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন। আহমদ আলী লাল মিয়া, ডাঃ আকামত আলী তালুকদার, গোলাম মোঃ টেপন, নোমান খান, সৈয়দ জুবায়ের আলী, মিনহাজ চৌধুরী হিরু, আসাদ উদ্দিন বটল, নেছারুল হক চৌঃ রোস্তম, আঃ মোছাব্বির, গিয়াস আহমদ, ফয়জুর রহমান ফটিক, ইসহাক মিয়া, চেরাগ আলী মো আঃ কাদির, সামছুল আলম খান, আজম উদ্দিন সফিকুর রহমান, কুতুবুর রেজা চৌ, ফরিদ আলী, আসাদ আহমদ, মতিউর রহমান, ফটিক মিয়া, সুফি মিয়া, রশিদ বক্তা, লুৎফুল হাদী কবির, নুরুল ইসলাম, বদরুজ্জামান আয়না মিয়া প্রমূখ এবং আবুল হোসেন সুরান, টিপু সুলতান, মুমিন আহমদকে দিয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি সমন্বয়কারী কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতির সমাপনী বক্তব্যে উপস্থিত সকল মিডিয়া কর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং উপস্থিত জালালাবাদবাসীকে মিতা আহবাব পরিষদের পে কাজ করার আহব্ন জানিয়ে সভা শেষ করেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

# নিউজার্সির এলমন্ড পার্কে জুয়েলের কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

নিউজার্সি: আসন্ন জালালাবাদ এসোসিয়েশন ২০০৯-এর নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী এম জেড চৌধুরী জুয়েলের সমর্থনে গত ১৬ মে শনিবার নিউজার্সির এলমন্ড পার্কে শিকদার সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। মুফতি এফ আহমদ মাসুদের পরিচালনায় সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নিউজার্সি পরিচালনা পরিষদের আহ্বায়ক আলহাজ্ব শফিক আহমদ তুলা, সলকু মিয়া, নেছারুল হক চৌধুরী, আব্দুল কাইয়ুম কান, খন্দকার আলাওর, বা"চু কোরায়শী, জাভেদ খান, মতিন উল-াহ, শাহজান খান, নাজমল চৌধুরী, আলমগীর খান, জোবেয়দা এইচ সামছুদ্দিন অপু, নজরল আহমদ প্রমূখ। সভায় বক্তারা আগামী নির্বাচনে এম জেড. চৌধুরী জুয়েলকে নির্বাচিত করে পরিবর্তনের ধারায় সংগঠনকে বিকশিত করতে জালালাবাদ বাসীকে আহ্বান জানান। জালালাবাদ কমপে-ক্স, নতুন প্রজন্মকে মূলধারার নেতৃত্বের জন্য প্রস্থত, প্রবাসী ব্যাংক সহ নিউজার্সী, কানেকটিকাট, পেনসিলভানিয়ায় বসবাসরত জালালাবাদ বাসীর জন্য ভ্রাম্যমান কনসুলেট ব্যবস্থা চালুসহ প্রবাসীদের জন্য নিয়মিত হেল্প ডেস্ক চালুর জন্য জেড, চৌধুরী জুয়েলকে নির্বাচিত করার আহ্বান জানান। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

## মনজুর আহমদ 'র কলাম

# কেউ বলেননি কারচুপি হয়েছে

ওরা কেউ বলেননি কারচুপি হয়েছে। কিংবা বলেননি সূক্ষ্ম কারচুপির এ নির্বাচন আমরা মানি না। বরঞ্চ ফলাফল ঘোষনার অনেক আগেই ভোট গননা চলাকালেই ট্রেন্ড বুঝতে পেরে বিজেপি নেতা লাল কৃষ্ণ আদভানি তার দলের পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছেন এবং কংগ্রেসের বিজয়কে অভিনন্দন জানাতে প্রধান মন্ত্রী মনমোহন সিংকে ফোন করেছেন।

১৬ মে ভারতীয় লোকসভা নির্বাচনের ভোট গননা ও ফলাফল প্রকাশের দিন বিকেল নাগাদ সকল প্রচার মাধ্যমে এই খবরটিই প্রধান হয়ে ওঠে যে বিজেপি আগেভাগেই পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে। পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে বিজয়ী কংগ্রেস ও তাদের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ জোটকে অভিনন্দন জানিয়েছে বাম মোর্চাও প্রধান দল সিপিআইএম। দিল-ীর দলীয় কার্যালয়ে তাৎণিকভাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের প্রধান প্রকাশ কারাট কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানাবার সাথে সাথে সরকারের প্রতি তাদের সহযোগিতার কথাও ঘোষনা করেছেন।

নিশ্চয় এ সৌজন্য প্রশংসনীয়। ভারত, যে দেশের পরিচিতি বিশ্বের বৃহত্তম সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশ হিসাবে, টানা বাষট্টি বছরের গণতান্ত্রিক চর্চায় অর্জন করেছে এই সৌজন্য বোধ। বলতে দ্বিধা নেই ভারতীয় গণতন্ত্রের এ সৌন্দর্য মু" করেছে গণতান্ত্রিক বিশ্বকে।

এবারের নির্বাচন ভারতীয় লোকসভার পঞ্চদশ নির্বাচন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এই ৬২ বছরে ভারতে গণতন্ত্রের চর্চায় কোন বিচ্যুতি ঘটেনি। ব্যত্যয় ঘটেনি প্রতি পাঁচ বছরে লোকসভার নির্বাচন অনুষ্ঠানে। এই চর্চাই ভারতকে নিয়ে এসেছে গণতান্ত্রিক সহনশীলতার আজকের স্থানে। বাষট্টি বছরের চর্চা ভারতীয় গণতন্ত্রে এনে দিয়েছে এই সৌন্দর্য।

এবার বিপুল বিজয়ে কংগ্রেস এবং তাদের জোট ইউপিএ ধস নামিয়ে দিয়েছে বিরোধী শিবিরে, উগ্র সাম্প্রদায়িক দল বিজেপিতে যেমন তেমনিতৃতীয় শক্তি হিসাবে পরিচিত বামপন্'ীদের শিবিরেও। এ এক আশাতীত বিজয় কংগ্রেসের। কংগ্রেস নেতারা নিজেরাও এমন বিজয়ের কথা কল্পনা করেননি। বিভিন্ন সংস্থার জরিপে কংগ্রেসের জয়ের আভাস দেয়া হলেও এমন ধস নামানো বিজয়ের কথা কোথাও পাওয়া যায়নি। প্রায় সব জরিপেই বিজেপি ও তার জোটের স্থান দেয়া হয়েছিল কংগ্রেস জোটের নিচেই এবং ব্যবধানটি ছিল বেশ কাছাকাছি। কিন্তু এ আভাস টেকেনি। বিজেপি দ্বিতীয় স্থানে থাকলেও কংগ্রেসের সঙ্গে তার ব্যবধান ঘটে গেছে শতাধিক আসনের।

নির্বাচনের আগে বিভিন্ন হিসাব-নিকাশে বারবার বলা হয়েছে কোয়ালিশন ছাড়া কংগ্রেস বা বিজেপি আরো পইে সরকার গঠন করা সম্ভব হবে না। এই জন্য কংগ্রেস বাম শিবিরের প্রতি দরজা খুলে রেখেছিল। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প থেকে অভিযোগ রয়েছে বামদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল রাখার জন্য কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী সিপিএম শাসিত পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী প্রচারে যাননি। কিন্তু বামদের সহযোগীতার কোন প্রয়োজন কংগ্রেসের আর নেই। নির্বাচনী ফলাফল বলে দিচ্ছে বাইরের সহযোগিতা ছাড়াই কংগ্রেস নিজের জোরেই সরকার গঠনের মতা রাখে। এ লেখা যখন লিখছি ততণে নতুন সরকার গঠিত হয়ে যাওয়ার কথা। বিদায়ী প্রধান মন্ত্রী মনমোহন সিংহ প্রধান মন্ত্রী পদে বহাল থাকছেন। তাকে এই দ্বিতীয় দফ নিযুক্তির ঘোষনা দিয়েছেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী।

নির্বাচনী ফলাফল ঘোষনার কিছু আগেই প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ছুটে গিয়েছিলেন সোনিয়া গান্ধীর বাসভবনে। ফলাফল ঘোষনার পর পরই দুজনে বেরিয়ে আসেন বাইরে উল-সিত হাজার জনতার মাঝে। তৈরী রাখা মঞ্চে উঠে সোনিয়া ঘোষনা দেন প্রধানমন্ত্রী পদে মনমোহন সিং -এর দ্বিতীয় দফার নিযুক্তির। তার ছেলে রাহুল গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী করার যে দাবী বিভিন্ন মহল থেকে উত্থাপন করা হয়েছিল সোনিয়া তা নাকচ করে দেন।

ভারতীয় গণতান্ত্রিক সৌন্দর্যের এ আর একটি দিক। একই সঙ্গে সোনিয়া গান্ধীর বিনয় ও মহত্বের এ আরেক প্রকাশ। ইটালীর মেয়ে সোনিয়া। ব্যক্তি মাধুর্য, উদার্য ও কর্তব্য নিষ্ঠায় জয় করে নিয়েছেন আজকের ভারতের হৃদয়। ভারতবাসীর মনে আজ স্থান পেয়েছে তার মাতৃত্বরূপী মূর্তি। নিঃস্বার্থ সোনিয়া গত বারই ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন। হননি। তিনি জানেন রণশীল ভারতীয় সমাজ তাকে গ্রহণ করবে না। কারণ তার বাড়ি ইটালী, জন্মসূত্রে তিনি ভারতীয় নন। এবার রাহুল গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী করার চাপ থাকলেও তিনি তা করেননি। প্রকাশ্য সমাবেশে তিনি ঘোষনা দিলেন মনমোহন সিং-এর নাম। মনে করা হচ্ছে রাহুলকে মন্ত্রিসভার একজন সদস্য করা হবে।

রাজনীতিতে নিজেকে সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন রাহুল। রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান। বাবা, দাদী, দাদীর বাবা সবাই ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আসন অলকৃত করেছন। আততায়ীর বোমায় বাবা রাজীব গান্ধীর আকস্মিক ও মর্মান্তিক ম"ত্যুর পর তার মায়েরও সুযোগ এসেছিল প্রধানমন্ত্রী হওয়ার। মা সোনিয়া গান্ধী সে সুযোগ নেননি। কংগ্রেসের হাল ধরেছেন, মতার নেপথ্যে থেকেছেন। কিন্তু মতায় যাননি। এর বদলে দুই শিশু সন্তানকে গড়ে তুলেছেন। সেই সন্তানরাই আজ রাজনীতির ময়দানে সরব হয়েছেন। মেয়ে প্রিয়াংকা, যার ভেতর সবাই দেখতে পেয়েছিল দাদী ইন্দিরার প্রতিচ্ছবি, যিনি রাজনীতিতেই নিবেদিত হবেন বলে সবাই মনে করেছিল, তিনি রাজনীতিতে এলেন না। তবে এবারে তাকে নির্বাচনী প্রচারনায় অংশ নিতে দেখা গেছে। রাজনীতিকে গ্রহণ করলেন ছেলে রাহুল গান্ধী। যথেষ্ট প্রস্থত হয়েই রাজনীতিতে নেমেছেন তিনি। রাজনীতিই তার ল্য। তাই তিনি কোন ব্যবসা বানিজ্য খুলে বসেনি, অন্যায় উপার্জনের মাধ্যমে আগাধ অর্থ বা সম্পদ-সম্পত্তির মালিক হননি, চাঁদাবাজি করেননি কিংবা কোন 'ভবন' হাঁকিয়ে সর্বত্র ত্রাস স"ষ্টি করেননি। যে ধরনের ঐতিহ্য দুঃখজনকভাবে আমাদের বাংলাদেশের রাজনীতিতে স্থান পেয়েছে। অত্যন্ত পরিছন্ন ভাবমূর্তি নিয়ে রাহুল গান্ধী রাজনীতিতে নেমেছেন। কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছেন। নির্বাচন করেছেন। জীয় হয়েছেন। তবে এ সবের চাইতেও তার সবচেয়ে বড় পাওয়া সর্বভারতীয় নেতা হিসাবে ভারতবাসী তাকে গ্রহণ করে নিয়েছে। দেশের বিভিন্নস্থানে তিনি নির্বাচনী প্রচারে গেছেন, বড় বড় জনসভায় বক্তৃতা করেছেন। কংগ্রেসের এই বিশাল বিজয়ে তার অবদানকেও সবাই বড় করে দেখছে। বলা হচ্ছে, সোনিয়া -মন-মোহন-রাহুল ঝড়ে ধসে গেছে বিরোধী শিবির। ধসে গেছে কিন্তু এই ধসের বিরুদ্ধে কারো কোন অভিযোগ নেই। বাংলাদেশের মতো কেউ বলছেন না সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে। বলছেন না কারচুপি না হলে আমরাই জয়ী হতাম।

বাংলাদেশসহ গণতান্ত্রিক সকল দেশেরই উচিত গণতন্ত্রের এই সৌন্দর্য অর্জন করা, গণতান্ত্রিক সহনশীলতার চর্চা করা। এ ব্যাপারে ভারতের নির্বাচন থেকে অবশ্যই শিা নেয়া যেতে পারে।

## তাজুল ইমামের কার্টুন

## শেখ খোকন আটলান্টিক সিটির কাউন্সিলম্যান প্রার্থী

আটলান্টিক সিটি (নিউজার্সী)ঃ ক্যাসিনো সিটি হিসাবে খ্যাত আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশীরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য কর্মকান্ডে জড়িত থাকলেও কখনও মূলধারার রাজনীতিতে তাদের পদচারণা ল্য করা যায়নি। এই প্রথম একজন বাংলাদেশী সিটি কাউন্সিলের নির্বাচনে কাউন্সিলম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা দিয়ে এেত্রে অগ্রণী হিসাবে নিজের নাম লেখাচ্ছেন। তিনি হচ্ছেন শেখ খোকন।

শেখ খোকন এই ঘোষণায় ক্যাসিনো সিটির বাংলাদেশীদের মাঝে আলোড়ন স"ষ্টি হয়েছে। দলমত নির্বিশেষে সবাই শেখ খোকনকে সমর্থন করছেন। তাদের কথা খোকন নির্বাচিত হলে শুধু এখানকারই নয় সকল প্রবাসীদের ও দেশের জন্য সম্মান বয়ে আনবেন।

সিটি কাউন্সিলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আগে থেকেই সিটির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত ছিলেন খোকন। বর্তমানেও সিটির প-্যানিং বোর্ডের অন্যতম সদস্য হিসেবে কর্মরত আছেন। তাই আগামী ২ জুন আটলান্টিক সিটির নির্বাচনে কাউন্সিলম্যান পদে সরাসরি নির্বাচনে (Push E-12) এ ভোট দিয়ে তাকে বিজয়ী করতে শেখ খোকন সকল বাংলাদেশীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

## মোর্শেদ আলমের প্রথম গ্রন্থ 'গ্র্যাস রুটস পলিটিক্স' - এর প্রকাশনা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ)ঃ চমৎকার পরিবেশে আর পরিপাটি আয়োজন অনুষ্ঠিত হলো মূলধারার রাজনৈতিক ডেমোক্র্যাট মোর্শেদ আলমে'র প্রথম গ্রন্থ 'গ্র্যাস রুটস পলিটিক্স' - এর প্রকাশনা অনুষ্ঠান। গত ১৬ মে শনিবার বিকেলে ফ্লাশিংস্থ কুইন্স মিউজিয়াম অব আর্টস মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে ডেমোক্র্যাট মোর্শেদ আলমের সাফল্য ও তার গ্রন্থের বিপুল প্রচার ও প্রসার কামনা করে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি যথাক্রমে নিউইয়র্ক সিটির আগামী নির্বাচনে মেয়র পদপ্রার্থী সিটি কাউন্সিলম্যান টনি আভেলা, ভয়েস অব আমেরিকার বার্তা সম্পাদক সরকার কবির উদ্দিন, নিউইয়র্ক স্টেট এসেম্বলীম্যান মার্ক ওয়েপ্রিন ও এশিয়ান আমেরিকান সেন্টার অব কুইন্স কলেজের পরিচালক প্রফেসর মাধুলিকা কান্দেলওয়াল। অনুষ্ঠানে মোর্শেদ আলম ছাড়াও আরো শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এটর্নী ইমতিয়াজ, এস সাঈদ, প্রবীন সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল-হ, ড. সুফিয়ান খন্দকার, ড. মহসিন আলী, কুইন্স মিউজিয়ামের সংগঠক নায়লা রোজারিও, জ্যাকসনহাইটসের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মি, গান্ধি, ডেমোক্র্যাট আলী মির্জা, নিজাম চৌধুরী, আবু সরকার, ইঞ্জিনিয়ার আবু শাকুর, এডভোকেট এন মজুমদার, এডভোকেট মজিবুর রহমান প্রমূখ।

অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন ডেমোক্র্যাট নেতা চ্যাট জেরিকো ও ফাহিম রেজা নূর। অনুষ্ঠানের মাঝে বাংলাদেশী তিন শিল্পী গিটারে সঙ্গীত পরিবেশন করে উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করেন।

অনুষ্ঠানে মোর্শেদ আলম তার বক্তব্যে বলেন, তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতাই তিনি এই গ্রন্থটিতে তুলে ধরেছেন। আমেরিকার রাজনীতিতে আগ্রহীদের জন্য গ্রন্থটি কাজে লাগবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং নতুন প্রজন্মসহ সবাইকে গ্রন্থটি পড়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে মূলধারাসহ বাংলাদেশী কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ স্বপরিবারে উপস্থিত ছিলেন।

উলে-খ্য, কুইন্স মিউজিয়াম অব আর্টস মিলনায়তনে বাংলাদেশীদের এটিই কোন প্রথম অনুষ্ঠান। ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত 'গ্র্যাস রুটস পলিটিক্স' গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে স্কলার্স পাবলিশার্স। মূল্য ২০ ডলার।

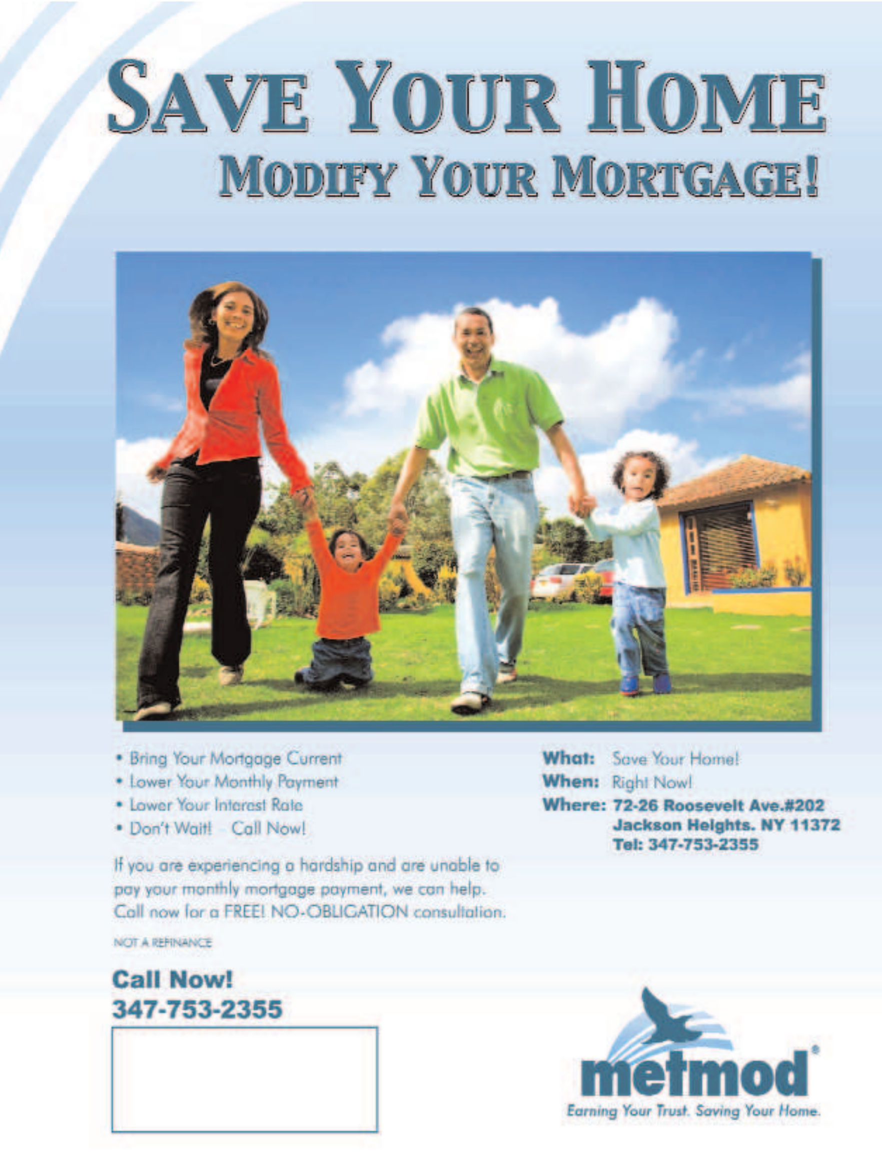


## আমিনুর রশিদ পিন্টু'র কলাম

# যুদ্ধাপরাধীদের বিচার?

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ দিপু মণি সম্প্রতি সংবাদ পর্যালোচনায় আলোচিত হচ্ছেন বেশী। পাকিস্তানের হাইকমিশনারের সঙ্গে তাঁর সাম্প্রতিক স্যাতের বিষয় বস্থ ছিলো- পাকিস্তানী শাসকবর্গ অথবা সংশি-ষ্ট কর্ত"পকে ১৯৭১-এ নারকীয় হত্যাকান্ডের জন্য প্রকাশ্যে মা চাওয়া। যদিও এর আগে পাকিস্তানের বিশিষ্ট নাগরিকেরা ১৯৭১ এর ঘটনাবলীর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এদের মধ্যে প্রয়াত বিশিষ্ট কবি ফয়েজ আহ্‌মদ ফয়েজের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এর মাঝে ছিলেন আরো অনেক গণ্যমান্য নাগরিকবৃন্দ। ষাটের দশকের তুখোর আন্তর্জাতিক ছাত্র নেতা তারিক আলীর মা প্রকাশ্যে মা চেয়েছেন। ১৯৭১ এর ঘটনাবলীর জন্য অনুতাপ প্রকাশ করেছেন আয়ুব খাঁর কন্যা মিসেস আওরঙ্গজেব। এমনি আরো লেখক-সাংবাদিক এবং বরেণ্য ব্যক্তিরা দায়ী করেছেন (এরপর ২৪ পাতায়) সেদিনের ইয়াহিয়া-ভুট্টো শাহী সহ সামরিক সেনাপতিদের। অর্থ্যাৎ তারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন ঘটনাবলী ঘটেছে নাগরিকদের অগোচরে। এর সঙ্গে পাকিস্তানের জনসাধারণের কোনো সম্পর্ক নেই। যদিও এর আগে এককালীন প্রধানমন্ত্রী নেওয়াজ শরীফ সরকারের প থেকে দুঃখপ্রকাশ করেছেন। বিগত প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশারফ দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু বাস্তবতা হলো এই 'দুঃখ প্রকাশ' যথেষ্ট নয়। বর্বোরচিত এবং অমানুষ যে হত্যাযজ্ঞ, লুন্ঠন, ধর্ষণ করা হয়েছে ১৯৭১ এ নিরীহ বাংলাদেশের জনসাধারণের উপর ধর্মের নামে এবং দেশদ্রোহীতার দোহাই দিয়ে - সেটা অনেক ভাগই মার অযোগ্য। এই ধরণের অমানবিক আচরণের জন্য জাপানের সম্রাট দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকাকে স্মরণ করে আনুষ্ঠানিক ভাবে হাত জোড় করে মা চেয়েছিলেন। এই মা চাওয়ার মাঝ দিয়ে জাপানের ভাবমূর্তি বিশ্বের দরবারে ু্ন হয়নি - বরং উন্নীত হয়েছে। পাকিস্তান সরকার হয়তো এই রাজনৈতিক দিকটি বিবেচনা করতে ভুলে গেছেন। দুঃখ প্রকাশ এক ধরণের রাজনৈতিক চাল। কিন্তু বর্তমান সময়ের পোপটে যখন সমস্ত দেশ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবীতে সো"চার - তখন পাকিস্তানকে তার কিছুটা দায়ীত্বভার কাঁধে তুলে নিতেই হবে। শুধু তাই নয় - বিশ্বাস করি পাকিস্তানের কাছে এখনো ১৯৭১ এর অনেক গোপন তথ্য রয়ে গেছে। যার ভিত্তিতে যুদ্ধাপরাধীদের সনাক্ত করা সম্ভব হবে। এবং প্রয়োজনে তাদেরকে বিচারের সম্মুখীনও হতে হবে। সুতরাং পাকিস্তানের বর্তমান ভাষ্য 'অতীতকে ঘাটিয়ে লাভ নেই' - কথাটা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

অতীতকে ঘাঁটানো যদি রাজনৈতিক ভাবে ভুল সিদ্ধান্ত তবে ভিয়েৎনামের বর্বর পলপট বাহিনীর সেনাপতি 'দিউ'কে কেন আবার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে ? আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালে জেনারেল দিউ এখনো যুদ্ধাপরাধী। যে নৃশংস হত্যাকান্ডের জন্য তাকে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়েছে সেটা বিশ্ববাসীর কাছে সুবিদিত। আরো একটু বিশে-ষণ করলে দেখা যাবে - দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এতোকাল পরেও 'ঐঙখঙঈঅটঝঞ' এর ঘটনাবলীএখনো বিস্ম"তি হয়ে যায়নি। এখনো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পালিয়ে বেড়ানো নাৎসীদের খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে। তার সর্বশেষ প্রমাণ - যুক্তরাষ্ট্রের কীভলেন্ডে বসবাসরত নাৎসী ডেমানুয়েককে (উঊগঔঅঘঔটক) জার্মানীতে ফেরত পাঠানো। এই পোলিশ নাগরিক (১৯৪৩) নাৎসী 'উউঅঞঐ ঈঅগ-চ'এ গার্ড ছিলেন। তার বিরুদ্ধে নিরীহ মানুষকে হত্যার প্রমাণ রয়েছে। আপীল করা সত্বেও - মানবিক মূল্যবোধের কারণে ডেমানুয়েককে জার্মানীতে ফেরত পাঠানো হয়েছে। সুতরাং 'যুদ্ধাপরাধী' বিষয়টা মানবতার প্রে আপোষকামী যুক্তরাষ্ট্রও ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করছে। অর্থাৎ নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করা যে কোনো দৃষ্টিতে গর্হিত অন্যায়। এবং তার উপযুক্ত শাস্তিবিধান প্রয়োজন বৃহত্তর মানবিক স্বার্থেই।

সুতরাং ১৯৭১ এর ঘটনাবলী বাংলাদেশ ভুলে যাবে- পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর এই মনোভাব যুক্তিসঙ্গত নয়। নিজেদের অপরাধ ঢাকতেই যদি তারা এই ধরনের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেন তবে বাংলাদেশ কোনোভাবেই সেটা মেনে নিবে না। অবশ্য এর জন্য আন্তর্জাতিক সমর্থনও প্রয়োজন। বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশকেও আশু পদপে নিতে হবে। দুঃখের বিষয় ১৯৭৫ এর নারকীয় হত্যাকান্ডের পর কোনো সরকারই এই ব্যাপারে উলে-খযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেননি। নিজেদের স্বার্থেই এমন একটি মানবিক এবং উলে-খ্য বিষয় এড়িয়ে গেছেন। যার ফলশ্র"তিতে বাংলাদেশে আজ যে 'জঙ্গীবাদ' মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে - সেই দায়ভার তাদেরকে নিতেই হবে - আজ অথবা কাল।

বাংলাদেশের বর্তমান মহাজোট সরকার নির্বাচনে প্রতিশ্র"তি দিয়েছিলেন - 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে করে।' তাদের বক্তব্য ছিলো - যাদের বিরুদ্ধে সুনিশ্চিত প্রমাণাদি রয়েছে তাদেরকেই ট্রাইবুনালে দাঁড়াতে হবে। বিশ্বাস করি বাংলাদেশের সমস্ত জনসাধারনই এই বিষয়টির একটি নিস্পত্তি চায়। কেননা ÔJUSTICE DELAYED IS JUSTICE DENIED' - কথাটি আপামর সত্য। এবং এই সত্যটির মুখোমুখী আমরা সবাই দাঁড়িয়ে আছি। নৃশংস হত্যাকান্ড ঘটিয়ে তারা এখনো জনসম্মুখে ঘুড়ে বেড়াবে - সেটা গ্রহণযোগ্য নয়।

বাস্তবতা হলো বাংলাদেশে ব্যাপারটি ঘটেছে। ১৯৭১ এর অপরাধের বিচার যেমন করা হয়নি - তেমনি ঝুলে রয়েছে বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের বিচারটিও। এর মূল কারণ- আওয়ামী লীগ ও বিএনপি এই দুইটি মূল দলের মধ্যে বিদ্বেষ এবং রেষারেষি। আওয়ামী লীগ যতোই বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড সহ অন্যান্য হত্যাকান্ডের বিচারকার্যের জন্য উদ্যোগ নিচ্ছে - বিএনপি মতায় আসার পর কোনো এক অদৃশ্য শক্তির দাপটে - থমকে যাচ্ছে বিচারকার্য। অথচ বিশ্বাস করি বিএনপি জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ। তারাও একটি স্বাধীনতা পরে শক্তি। শুধু শক্তির দাপটে তারা আজো রেষারোষিই জিইয়ে রেখেছেন। আগেই বলেছি - এই সমস্ত বিভেদের কারনেই বিচারকার্যটি সুসম্পন্ন হয়নি। বলা হয়েছে বঙ্গবন্ধু সবাইকে মা করে দিয়ে গেছেন। তিনি রাজনৈতিক মা প্রদর্শন করেছিলেন দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এবং একসঙ্গে জাতীয় গঠনে আত্ম নিয়োগ করতে। কিন্তু প্রকৃত অপরাধীদের তো তিনি মা করে যাননি। তাছাড়া বিশ্ব জনমত এবং দেশের জনমতের দাবীতে পূনর্বিচার হতে তিটা কোথায়? যারা নিজেদের নির্দোষ বলে ভাবছেন - তারাও প্রমাণ করুন - যে কোনো অপরাধ, লুন্ঠন, হত্যাকান্ড তারা করেননি। প্রশ্ন হলো - ১৬ ডিসেম্বর দেশের স্বাধীনতার প্রাক্কালে কারা বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবিদের নৃশংসভাবে হত্যা করেছিলো। সেই সব প্রমানাদি তো রয়েছে -তবে বিচারে দোষটা কোথায় ?

# ইতালিতে শহীদ জননীর ৮০তম জন্ম বার্ষিকী পালন

রোম (ইতালী)ঃ গত ১০মে ইতালীর রোমে একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি, ইতালী শাখার উদ্যোগে পালিত হয়েছে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের আশত জন্মবার্ষিকী। একাত্তরের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির ১৭ বছরের অধিককাল ধরে ৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যে দাবী, তার গোড়াপত্তন শুরু হয়েছিলো মূলতঃ এই শহীদ জননীর হাত ধরে। আলোচনা সভঅর শুরুতেই বাংলাদেশের বিখ্যাত পরমানু বিজ্ঞানী এবং প্রধান মন্ত্রীর স্বামী ডঃ এম এ ওয়াজেদ মিয়ার মৃত্যুতে তার আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয় এবং শোক সন্তোপ্ত পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করা হয়।

ইতালী নির্মূল কমিটির যুগ্ম-আহবায়ক হাফিজুর রহমান মিতু তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য যে ট্রাইবুনাল গঠন করার কথা ঘোষনা করেছে এবং সেজন্য সে কার্যক্রম হাতে নিয়েছে, তাকে বানচালের জন্য জামাতী রাজাকার, আলবদররা শুধু দেশে নয়, বিদেশের মাটিতেও চালিয়ে যাচ্ছে তাদের হীন-জঘন্য ষড়যন্ত্র। তারা বার বার আঘাত হানছে নির্মূল কমিটির উপর, চেষ্টা করছে আমাদের কণ্ঠরোধ করার। কিন্তু তা আমরা হতে দেবনা।

এছাড়াও সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন বৃহত্তর নোয়াখালী যুব ফোরামের সভাপতি মিজানুর রহমান রাজু, কুমিল-া যুবসংঘের যুগ্ম-আহবায়ক জাকির হোসেন, ইতালীর যুবলীগ নেতা মাহবুব প্রধান, ফয়েজ আহমেদসহ স্থানীয় আরো গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। সবাই একাত্তরের ঘাতক দালালদের বিশেষ ট্রাইবুনালে বিচারের প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহবান জানায়। সভায় আরো বক্তব্য রাখেন মোঃ নাসির, মোঃ ইকবাল হোসেন বাবু, রাজু আহমেদসহ আরো অনেকেই। সভাপতির বক্তব্যে ইতালীর ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির আহবায়ক সরকার শামিম শহীদ জননী জাহানারা ইমামের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একাত্তরের পরাজিত শক্তিকে শুধু দেশে নয়, দেশের বাইরেও সমানভাবে প্রতিহত করার আহবান জানান। তিনি বিশেষভাবে অনুরোধ করে বলেন যে, শত্রু আমাদের তাবুর ভিতর সাধু বেশে ঢুকে পড়েছে, তাদের থেকে আমাদের সাবধান থাকতে হবে। সভাটি পরিচালনা করেন সংগঠনের সদস্য সচীব মাহবুব চৌধুরী বাবু। সভা শেষে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের জন্মদিন উপলক্ষে তৈরী কেক কেটে উপস্থিত সবাইকে আপ্যায়িত করা হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

# আওয়ামী লীগ ক্যালিফোর্নিয়ার উদ্যোগে ওয়াজেদ মিয়ার কুলখানি ও মিলাদ মাহফিল আয়োজন

লস এঞ্জেলেসঃ গত শনিবার ১৬মে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ক্যালিফোর্নিয়া শাখা, এর সহযোগী সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, লস এঞ্জেলেস, শাখা ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ভ্যালী শাখার পে দেশ বরেণ্য বিশিষ্ট পরমানু বিজ্ঞানী ডঃ এম এ ওয়াজেদ মিয়ার কুলখানিতে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয় স্থানীয় বাংলা একাডেমী সেন্টারে। মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন মৌলানা আসাদুজ্জামান। মরহুম ডঃ এম এ ওয়াজেদ মিয়ার জন্য খতমে তাহলীল উৎসর্গ করেন হাজী রাশেদা খান।

আগত আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে মোশারফ হোসেন খান, সাবেক সাংসদ আবু নাসের চৌধুরী, ফেনী জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান, জাহেদুল মাহমুদ জামী, শামসুল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধা ফারুক, বিএনপি ক্যালিফোর্নিয়া শাখার সভাপতি নজরুল ইসলাম কাঞ্চন ও সাধারন সম্পাদক ডাবলু আমিন, আবুল ইব্রাহিম, ইসমাইল হোসেন, সৈয়দ এম হোসেন বাবু, মুক্তিযোদ্ধা গোলাম সাজ্জাদ, সাজেদা বেগম ও আব্দুর রব মিয়া এবং আরও অনেকে।

সংগঠনের পে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ক্যালিফোর্নিয়া শাখার সভাপতি তৌফিক ছোলেমান খান (তুহিন). ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক জহির উদ্দীন আহমেদ (পান্না), সাধারণ সম্পাদক তৌহিদুজ্জামান খান, ঢালী মোফাজ্জল হোসেন (মফু), বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, লস এঞ্জেলেস শাখার সভাপতি সায়েদুল হাসিব মিলন (শহিদ), শেখ আসাদ আমিন (সুমন), শেখ মিজানুর রহমান, জাহিদুল ইসলাম (জাহিদ), এবং আরও অনেকের প থেকে মিলাদে অংশগ্রহনকারী সর্বস্তরের অতিথিদের ধন্যবাদ জানানো হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

# ২০ জুন থেকে 'মেটলাইফ সাউথ এশিয়ান স্পেলিং বী' প্রতিযোগিতা

নিউইয়র্ক: মেটলাইফের পৃষ্ঠপোষকতায় দ্বিতীয়বারের মত দক্ষিণ এশিয়ার শিশু-কিশোরদের জন্যে 'স্পেলিং বী' প্রতিযোগিতা ানুষ্ঠিত হবে। দ্বিতীয় 'মেটলাইফ সাউথ এশিয়ান স্পেলিং বী'র কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক তুলে ধরতে ৬ মে ম্যানহাটানে নিজস্ব কার্যালয়ে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে মেট লাইফ ও বিজ্ঞাপনী সংস্থা টাচ্ ডাউন মিডিয়া। সংবাসসম্মেলনে জানানো হয় অনূর্দ্ধ ১৪ বছর বয়েসী ছেলে-মেয়েরা এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে। যুক্তরাষ্ট্রের ৮টি স্থানে অনুষ্ঠিত হবে অঞ্চলভিত্তিক প্রতিযোগিতা এবং অংশ গ্রহণে ইচ্ছুকদের নাম তালিকাভুক্ত করতে হবে ওয়েবসাইটে www.southasianspellingbee.com| গত বছরের মত এবারের প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হবে টাচ ডাউন মিডিয়া ইনকের ব্যস্থাপনায়। ২০জুন নিউজার্সী, ২১ জুন ওয়াশিংটন মেট্রৃ, ২৭ জুন ডালাস, ২৮ জুন হিউস্টন, ১১ জুলাই শিকাগো, ১২ জুলাই নিউইয়র্ক, ১৮ জুলাই লস্ এঞ্জেলেস এবং ১৯ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে বে এরিয়ায়। প্রতিটি প্রতিযোগিতাই বিনা ফিতে অনুষ্ঠিত হবে এবং তা খোলা থাকবে সর্বসাধারণের জন্যে। অনুষ্ঠানগুলো সরাসরি প্রচারিত হবে সনি এন্টারটেইনমেন্ট টিভিতে। এবারও মিডিয়া পার্টনার হিসেবে কাজ করছে ঠিকানা পত্রিকা। উলে-খ্য যে, গত বছরের প্রথম প্রতিযোগিতায় উলে-খযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশীসহ ৪ শতাধিক শিশু-কিশোর অংশ নেয়। সংবাদ সম্মেলনে টাচ ডাউন মিডিয়া ইনকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং এই প্রতিযোগিতার পরিকল্পনাকারী রাহুল ওয়ালিয়া বলেছেন, আমেরিকানদের সাথে টিকে থাকার জন্যে আমাদের নতুন প্রজন্মকে তৈরীর ক্ষেত্রে এ এক দুঃসাহসী পদক্ষেপ। পারিবারিকভাবে উপস্থিত হয়ে দিনভর বিনোদনের পাশাপাশি সন্তানের শিক্ষাগত যোগ্যতা যাচাইয়ের সুযোগ সৃষ্টিকারী এ প্রতিযোগিতায় সুযোগপ্রাপ্তদেরকে প্রথম দিন ২৫টি শব্দ লেখার পরীক্ষা দিতে হবে। এর মধ্যে অন্ততঃ ১৫টি শন্দ সঠিকভাবে লিখতে ও বানান উচ্চারণ করতে হবে। তা না হলে সুযোগ পাওয়া যাবে না। এর মধ্যে শীর্ষে অবস্থানকারী ৩ জনকে নগদ অর্থ পুরস্কার দেয়া হবে। ৮টি অঞ্চলের মোট ১৬জনকে চূড়ান্ত পর্বে আসতে হবে এবং তা অনুষ্ঠিত হবে আগস্ট মাসে নিউজার্সীতে। চূড়ান্ত পর্বের চ্যাম্পিয়ন পাবে নগদ ৫ হাজার ডলার প্রদান করবে মেটলাইফ।

# শব্দ'র সঠিক উচ্চারণ কর্মশালা

নিউইয়র্কঃ শব্দ রিসাইটিশন ইনস্টিটিউট এন্ড কালচারালমিডিয়া ইন্ক, নিউইয়র্ক আয়োজিত 'বাংলা ভাষার সঠিক উচ্চারণ, বাচন ও আবৃত্তি কমৃশালা'র সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে ২৩মে শনিবার সন্ধ্যা ৮টায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইট্স এর ৩৭-৩৮, ৭৩ স্ট্রীট (এশিয়া ইয়েলো একাডেমী)তে।

উলে-খ্য, এই কর্মশালায় প্রশিক্ষণ দান করেন নাট্যব্যক্তিত্ব জামাল উদ্দিন হোসেন, আবৃত্তিকার ক্রিস্টিনা রোজারিও, আমান-উদ-দৌলা, ইভান চৌধুরী ও সঙ্গীত শিল্পী শফিকুল ইসলাম। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

# বাংলাদেশ সেন্টারের নজরুল জয়ন্তী ৬ জুন

নিউইয়র্কঃ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে নিউইয়র্কের সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন বাংলাদেশ সেন্টারের উদ্যোগে আগামী ৬জুন শনিবার এস্টোরিয়ার পিএস - ২৩৪ মিলনায়তনে নজরুল উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

শিশু কিশোর প্রতিযোগীতা, প্রদর্শনী, আলোচনা, কবি রচিত গান ও কবিতা আবৃত্তি উৎসবের অন্তর্ভূক্ত হবে। অনুষ্ঠানটি ১২ টায় শুরু হবে এবং ১১টা পর্যন্ত চলবে।

অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন বিশিষ্ট শিল্পী কাবেরী দাশ, জিনাত রেহানা রত্না, শারমীন মোহসীন, লিমন চৌধুরী, নাদিয়া ইসলাম দৃষ্টি ও আরও অনেকে।

বিশিষ্ট আবৃত্তিকারগণ অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করবেন এবং নৃত্য পরিবেশন করবেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য শেখ সিরাজুল ইসলাম ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২ এ বিষয়ে যোগাযোগ করা যেতে পারে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

# বাচ্চু রাজাকারকে এনটিভি'র ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে বাদ দেয়ায় সন্তোষ

নিউইয়র্কঃ এনটিভির ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে বিতর্কিত মওলানা আবুল কালাম আজাদকে অপসারণ করায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন নিউইয়র্কের মোহাম্মদী ইসলামকি সেন্টারের কর্ণধার বিশিষ্ট আলেম মওলানা এম এ কাইয়ুম। এক লিখিত বিবৃতিতে তিনিবলেন, ইসলামী ফেকাহ শাস্ত্রে উচ্চতর সনদ না থাকা সত্ত্বেও এই বিশাল টিভি নেটওয়ার্কে তিনি মওদুদীবাদের প্রচার করে সাধারণ মানুষদের ধর্ম বিষযে বিভ্রান্ত করে যাচ্ছিলেন। তার সুন্দর বাচনভঙ্গী, ইংরেজী ভাষায় দখল থাকার কারণে সাধারণ মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করেছিলেন। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে ধর্ম সম্পর্কে তার বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা ধরা পড়ে যায়। তিনি বিবৃতিতে বলেন, বাংলাদেশে ধর্মকে ব্যবহার করে জঙ্গীবাদের প্রসার হওয়ার মূলে রয়েছে এই ধরনের বিভ্রান্তিকর বক্তব্য। কারণ বিভিন্নজঙ্গী আস্তানায় হানা দিয়ে পুলিশ যেসব বোমা ও অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে, তার সাথে মওদুদীবাদী পুস্তিকা ও ফ্লায়অরও পাওয়া গেছে। তিনি বিবৃতিতে বলেন, মহানবী (সঃ) বলেছেন 'বাকভঙ্গি দিয়ে আমার উম্মতের যেসব নামধারী আলেমরা সাধারণ উম্মতকে বিভ্রান্ত করবে তাদের থেকে তোমরাসাবধান থাকবে।' মওলানা এম এ কাইয়ুম একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধেতার বিতর্কিত ভুমিকার কথাও উলে-খ করেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি


## ব্যবসায়ে পার্টনার আবশ্যক

**পিজা অথবা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে কাজ জানা পার্টনার আবশ্যক। যোগাযোগ করুন: আনিছ: ৭১৮-৯১৮-১৪৯২,**

## বিক্রয়

মোবাইল গ্রীণকার্ট : ম্যানহাটানে একটি ফুল টাইম (২ বছর) মোবাইল গ্রীণকার্ট (ফল ও সবজি) বিক্রয় (ভাড়া) দেয়া হবে।
যোগাযোগ: ৯১৭-২৮৫-৩৯৩৪
(বিকাল ৩ টা থেকে ৭ টা)

**গ্রোসরী বিক্রয়:** জ্যামাইকায় চালু একটি গ্রোসরী বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-৭৪০-২১৬৬

রেস্টুরেন্ট বিক্রয়: এস্টোরিয়ায় ব্যস্ত এলাকায় চালু ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট বিক্রয় হবে।
যোগাযোগ: ৯১৭-২৯৪-৩৪২৬

গ্যাস স্টেশন বিক্রি: **নিউইয়র্কের নিউহাইড পার্কে বিপি গ্যাস** স্টেশন বিক্রি হবে।
যোগাযোগ: ৯১৭-৬০২-৫৩৯৭

ফুল সার্ভিস ল' ফার্ম

Meer M. M. Rahman, ESQ.
Juris Doctor
Attorney-at-Law

মার্কিন আইনজীবীর সাথে বাংলায় কথা বলুন

- ওয়াল স্ট্রীট এবং ফিলাডেলফিয়ার ল'ফার্মে ম্যানেজিং এটর্নী হিসেবে কর্ম অভিজ্ঞ।
- পঁচিশ জন মার্কিন আইনজীবির সাথে ফুলটাইম এটর্নী হিসেবে কর্ম অভিজ্ঞ।
- পঞ্চাশ এর অধিক মার্কিন বিচারকের আদালতে দেড় সহস্রাধিক মামলা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনার অভিজ্ঞতা।
- যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় উচ্চতম ফেডারেল আদালতে তিন শতাধিক মামলা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনার অভিজ্ঞতা।
- দুই সহস্রাধিক বিজনেস / ইনভেস্টমেন্ট ভিত্তিক ইমিগ্রেশন মামলা সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার অভিজ্ঞতা।
- হোমল্যান্ড সিকিউরিটির স্পেশাল এজেন্ট এবং জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের ইউ.এস.এটর্নীদের সাথে সফল নেগোসিয়েশনের অভিজ্ঞতা

আপনার নষ্ট হয়ে যাওয়া মামলার পুনরুজ্জীবনের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন

321 Broadway, 3rd Floor
New York, NY 10007
(ফেডারেল প্লাজার উল্টোদিকে)
Tel : 212-732-2220
E-mail : meerlaw@gmail.com

# বস্টনে পিঠা পার্বনের জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান

বস্টন থেকে নিমাঃ ম্যাসাচুসেটসের বস্টনে গত ১৬মে শনিবার অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পিঠা পার্বনের অনুষ্ঠান। স্থানীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিতরা এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

কেমব্রীজের কেনেডী লংফেলো স্কুলে জাকজমকপূর্ণ এ পিঠাপার্বন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কবি সুফিয়া কামালের পুত্রবধু ও বৈজ্ঞানিক ড. সাজেদ কামালের স্ত্রী ড. রোজী কামাল। পিঠা পার্বনের এ অনুষ্ঠানে রকমারী পিঠা ছাড়াও শাড়ী-কাপড়সহ হরেক রকম জিনিষপত্রের বেচাকেনার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া শিশু কিশোরদের জন্য যেমন খুশী তেমন সাজো প্রতিযোগীতার ব্যবস্থা ছিল। এ প্রতিযোগীতায় প্রায় ২৫জন শিশু-কিশোর অংশ নেয়। এরা হলেন অহনা, আরশেদ, ধ্রুব, দিয়া, ফারিয়া আহমেদ, ফারসিন সৈয়দ, হাফিজা ইউসুফ, জেস খান , রাইসা, সামিনা রাজ্জাক, সিজা মহসিন খান, সুমাইয়াহ্ সুম, তাসিন রাজ্জাক, তাসির চৌধুরী, তুঘোর বড়ুয়া, তুরিন ইকবাল, উন্মেস ও আজমিন জাহিদ।

গত ১মার্চ উক্ত পিঠা পার্বনের অনুষ্ঠানটি হবার কথা ছিল। ঢাকার পিলখানায় মর্মান্তিক হত্যাযজ্ঞের ঘটনার প্রেক্ষিতে এবং স্থানীয় সচেতন ব্যক্তিদের ঘোর আপত্তির ফলে অনুষ্ঠানটির তারিখ পরিবর্তন করে ১৬ মে নির্ধারণ করা হয়। দল মত নির্বিশেষে ৫ শতাধিক লোকের সমাগম ঘটে এ অনুষ্ঠানে। অন্যান্য অনুষ্ঠানে নানা মতভেদ থাকলেও এ অনুষ্ঠানে সর্বস্তরের লোকজনের উপস্থিতি আয়োজকবৃন্দদের আনন্দিত করে। আয়োজকদের মধ্যে সাইদা সিনহা অঞ্জু ও তামান্না করিম জানান, তারা শতভাগ সফলভাবে এ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করছেন। তারা আগত সকলকে বিশেষভাকে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে আগত বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞানী ড. সাজেদ কামাল, ড. রোজী কামাল, ড. কাজী ফরহাদ জালাল, ড. সালমা আলম, ড. বামন দাস বসু, ড. মোমেন, ড. ফিরোজ আহমেদ, ড. সাজ্জাদ হোসেন, ড. নাজনীন কিবরিয়া, আবুল কালাম আজাদ, শহিদুল ইসলাম প্রিন্স, প্রফেসর নুরুজ্জামান, বেইনের সভাপতি মো. বেলাল, সেক্রেটারী সৈয়দ সালাম শিলু, আসিফ বাবু, ড. গুলশান আরা কাজী, ড. মাহিদ হোসেন, কণ্ঠ শিল্পী কাজী বেলাল ও কণ্ঠ শিল্পী কৌশলী ইমা।

যাদের একান্ত সহযোগীতায় অনুষ্ঠানটি সার্থক ও সফল হয়েছে তারা হলেন সাইদা সিনহা আঞ্জু, তামান্না করিম, সাবাহ্ হাকিম, ড. নার্গিস নাসরিন, কাজী হেলাল, মাহমুদ আখতার, জলি, ভাস্কর করিম, রীমি কবির, ওয়াহেদ সিনহা শান্ত ও জাহানারা হেলাল। উক্ত পিঠা-পার্বন অনুষ্ঠানে ২৫জন মহিলা হরেক রকম পিঠা তৈরী করে বেচাকেনা করেন। এছাড়া ৭টি শাড়ী কাপড়ের দোকান এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব তাপসের নেতৃত্বে একটি ভিন্নধর্মী মেনস্ ক্লথের দোকান অংশ নেয়।ক

# 'ইয়ুথ কেন' আয়োজনে বাংলাদেশী ছাত্রী ডায়ানা

বাপ্স নিউজঃ পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে ব্বিব্যাপী জনগণকে উদ্বুদ্ধ, সংশি-ষ্টকরণ ও এতদবিষয়ক শিক্ষার প্রযুক্তিগত ব্যবহারে নিয়োজিত তরুণদের দ্বারা পরিচালিত একটি সংগঠন হল - 'ইয়ুথ কেন'। সংঘবদ্ধ সেমিনার ও ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠান আয়েজনের মাধ্যমে পরিবেশ বিষয়ে সচেতন তরুণ-তরুণীদের তাদের নিজ নিজ কম্যুনিটিতে এতদবিষয়ে তথ্য বিনিময় ও পরিবেশ দূষণের ফলে সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলায় সতর্কিকরণের উদ্দেশ্যে একত্রিত করাই এই সংগঠনের বিশেষ কার্যক্রম।

'একটি প্রচ্ছন্ন পৃথিবীর জন্য নবায়িত শক্তি' শিরোনামে ইয়থ কেন ক প্রাণবন্ত ওয়ার্কসপের আয়োজন করে সম্প্রতি ম্যানহাটনের দি আমেরিকান মিউজিয়াম অব ন্যাচারেল হিস্ট্রিতে। তিনটি সেশনে বিভক্ত এই মনোরম ওয়ার্কসপে পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু, নদ-নদী, রিসাইক্লিং, পরিবেশের উপর মানুষের জীবনযাত্রার প্রভাব প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়। সকাল নয়টায় শুরু হয়ে সমগ্র অনুষ্ঠানটি অপরাহ্ন দুইটায় গিয়ে শেষ হয়। দি ইয়ং ওম্যান লীডারশীপ স্কুল অব এস্টোরিয়া ম্যানহাটনের দি আমেরিকান মিউজিয়াম অব

ন্যাচালে হিস্ট্রিতে আয়োজিত ইয়থ কেনের এই বর্ণাঢ্য ওয়ার্কসপে যোগদানের জন্যে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম গ্রেডের কিছু ছাত্রীকে নির্বাচিত করে। এরা হল - মিশেল, অনীতা, আলেক্স, নিকোলে, রায়ানা, আমীরা, আলডীনা এবং বাংলাদেশী ছাত্রী সপ্তম গ্রেডের সৈয়দা ডায়না এঞ্জেলিকাসহ আরও কয়েকজন। এই সুন্দর আয়োজনে একমাত্র বাংলাদেশী ছাত্রী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে নির্বাচিত হতে পেরে সৈয়দা ডায়ানা এঞ্জেলিকা গর্বিত বলে বাপ্স নিউজ প্রতিনিধিকে জানায়।

# প্রবাসী ব্যাংক গঠনের খবরে নিউইয়র্কে সভা

নিউইয়র্কঃ এস্টোরিয়ায় স্থানীয় রংধনু রেস্টুরেন্টে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন অধুনালুপ্ত সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রবীণ রাজনীতিবীদ এডভোকেট গজনেফর আরী চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের কমান্ডার নুরন্নবী, আবুল কাশেম যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ আন্তর্জাতিক সম্পাদক। অন্যান্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন নাজমুল ইসলাম চৌধুরী, সভাপতি ওসমানী স্মৃতি পরিষদ, সালেহ আহমেদ সালেক, অধুনালুপ্ত শ্যামল বাংলা টিভির পরিচালক, ইসলামী কাউন্সিল অব আমেরিকার সভাপতি এডভোকেট নাছির উদ্দিন, গণফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আব্দুল হাছিব চৌধুরী, গোলাপগঞ্চ সমিতির সভাপতি আব্দুর রহমান ও বিবিষ্ট সমাজ সেবক ফোকণ চৌধুরী ও সিলেট গণদাবীর সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব দুদু মিয়া সহ আরও অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।বক্তারা ব্যাংক প্রতিষ্ঠার খবরে বর্তমান সরকারকে অভিনন্দিত করেছে এই সঙ্গে সরকারকে সতর্ক করে দেওয়া হয় প্রবাসীদের নামের বলে যাতে লুটতারজের আখড়া এই ব্যাংক না হয় জনগণ ও সরকারকে সতর্ক থাকতে বলা হয়। প্রবাসীদের নাম সর্বস্ব নয় প্রকৃত মালিকানা ও পরিচালনা যাতে থাকে এই সভায় দাবী করেন। সভায় প্রধান অতিথির গৌরবময় স্মৃতিচারণ করেন সকল বক্তা। অনেক দিনের দাবী প্রবাসী ব্যাংক এর উদ্যোগকে উনিও অভিনন্দন জানান। প্রধান অতিথি দেশে বর্তমানে স্থায়ীভাবে চলে যাওয়ায় সবাই তার সুস্বাস্থ্য কামনা করেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

# কবি নিখিল কুমার রায় রচিত ও সুরারোপিত পল-ী গানের প্রথম সিডির মোড়ক উন্মোচন

বাপ্স নিউজঃ কবি ও মুক্তিযোদ্ধা নিখিল কুমার রায় রচিত ও সুরারোপিত পল-ী গানের প্রথম সিডির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান গত ১১ মে সোমবার রাত সাড়ে ৮টায় নিউইয়র্কের বাঙালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটসের ঢাকা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। নিউইয়র্কে মুক্তিযোদ্ধা, কবি, সাংবাদিক, শিল্পী, সাহিত্যিক, লেখকসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে 'ডাকে আমার মায়, ডাকে আমর গাঁয়ে' পল-ী গানের প্রথম সিডির মোড়ক উন্মোচন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট -এর কনসাল জেনারেল এম শামসুল হক।

বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ও গবেষক মোতালিব বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় এই পল-ী গানের সিডি প্রকাশনা উৎসব। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, শিরি শিশু সাহিত্য কেন্দ্র এর কেন্দ্রীয় পরিচালক শিশু সাহিত্যিক হাসানুর রহমান, সাংবাদিক মনজুর আহমদ, সাংবাদিক হাকিকুল ইসলাম খোকন, কবি, লেখক ও সাংবাদিক সালেম সুলেরী, এটর্নী মঈন চৌধুরী, স্বাধীন বাংলা বেতারের কণ্ঠ শিল্পী রথীন্দ্র নাথ রায় ও শহীদ হাসান, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ যুক্তরাস্ট্র ইউনিট কমান্ডার নূরুন্নবী, মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ আবদুল বাতেন, মুক্তিযোদ্ধা খুরশিদ আনোয়ার বাবলু, লেখক এবিএম সালেহ উদ্দীন, জেবিবি এর সহ সভাপতি এনায়েত সর্দার, সংগঠক ইশতিয়াক আহমদ রুমী। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এটিএন বাংলা টিভির পরিচালক ফখরুল আলম, উদয়ন শিল্পী গোষ্ঠীর সভাপতি ডাঃ থমাস দুলু রায়, জেবিবি এর সাধারণ সম্পাদক জাকারিয়া মাসুদ জিকু, সাপ্তাহিক বাঙ্গালী প্রতিনিধি গোলাম মলি-ক, মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রহমান, কলকাতার বিশিষ্ট তবলা বাদক অসীম সেনগুপ্ত, কবি নাসরিন চৌধুরী, যাদুকর খান শওকত। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন টিউলিপ টিউটোরিয়াল ও টিউলিপ সাউন্ড-এর প্রেসিডেন্ট এম এ রহমান। কবি নিখিল কুমার রায়ের সম্পর্কে তার সঙ্গতি চারণ করেন কবি ও শিক্ষাবিদ অবনাশ আচার্জী। অনুষ্ঠানের পরিচালনা ও উপস্থাপনায় ছিলেন আশরাফুল হাসান বুলবুল। কবি নিখিল কুমার রায় তার বক্তব্যে উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। এই পর্বে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কবি নিখিল কুমার রায় তার সিডি থেকে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠান নিউইয়র্কের সুপরিচিত শিল্পী সবিতা দাস সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তবলায় ছিলেন অসীম সেন গুপ্ত। এসময় তাদের সহযোগীতা করেন সঙ্গীত শিল্পী মনিকা রায়। সিডির অনুপ্রেরণা ও তবলায় রয়েছেন অসীম সেন গুপ্ত এবং বাঁশিতে হারুন।

# সাবেক সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা বাদল আকন্দের পরিবারকে বেঙ্গল ক্যাবী সোসাইটি ১০ হাজার ডলার অনুদান দিলো

বাপ্স নিউজঃ বেঙ্গল ক্যাবী সোসাইটি অব নিউইয়র্কের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও শেখ হাসিনা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি ও মুক্তিযোদ্ধা বাদল আকন্দের পরিবারকে, তাঁর স্ত্রীর কাছে ১০ হাজার ডলার অনুদান প্রদান করেন বেঙ্গল ক্রাবী সোসাইটি অব নিউইয়র্ক। গত ১০ মে রবিবার বিকালে জ্যাকসন হাইটসের দেশবাংলা মিলনায়তনে প্রয়াত বাদল আকন্দের সহধর্মিনী স্মৃতি বালীর হাতে অনুদানের একটি চেক তুলে দেন প্রধান অতিথি কনসাল জেনারেল এম শামসুল হক ও সংগঠনের সভাপতি জাকির হোসেন হাওলাদার। এ সময় অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মোবারক হোসেন, সহ-সভাপতি মোঃ আব্দুল কাদের, সাবেক সভাপতি আবু তালেব চৌধুরী, সাবেক সভাপতি মোঃ হোসেন আহমেদ, াসবেক সহ-সভাপতি মমিন মোল-া, নির্বাচন আবুল কালেম, ইয়েলো সোসাইটির সাবেক সভাপতি মোঃ শাহ আলম, কামাল চৌধুরী। প্রধান অতিথি কনসাল জেনারেল এম শামসুল হক সোসাইটিকে ধন্যবাদ জানান এ ধরনের একটি মহৎ কাজের জন্য।

# লং আইল্যান্ডে বর্ষবরণ

বাপ্স নিউজঃ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি আলমগরি ভূইয়ার আয়োজনে এসো হে বৈশাখ এসো এসো। নানারকম সাজে সজ্জিত হয়ে বাংলা নববর্ষ ১৪১৬ উদযাপন করেছে গত ১৯ এপ্রিল দোহার উপজেলা প্রবাসীদের পক্ষ থেকে নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডে।

শুরুতে পান্তা, ইলিশ, বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু ভর্তাসহ হরেক রকম বাঙ্গালী ভুজন পরিবেশন করা হয়। সোনালী রৌদ্র আর বৈশাখী হাওয়ায় মেতে উঠেছিল প্রবাসীরা। বাড়ীর প্রাঙ্গনে ঢুকলেই মনে হচ্ছিল এ যেন আরেক বাংলাদেশ। নিউইয়র্কের বিভিন্ন এলাকা থেকে দোহার প্রবাসীরা জমায়েত হয়েছিল এতে করে অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠেছিল সার্থক ও সুন্দর। মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি আলমগীর ভূইয়ার শুভেচ্ছা ও স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাংস্কৃতিক সংগঠক মিজানুর রহমান মিজান। দ্বিতীয় পর্বে অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে সংগীত পরিবেশন করেন রেজাউল করিম কিরণ, হাফিজুর রহমান হাফিজ, মিজানুর রহমান, আজাদুর রহমান লিপন, ডালিয়া রহমান, আলমগীর হোসেন আলম, মাসুদুর রহমান। দোহার উপজেলা সমিতির সভাপতি গিয়াস আহমদ, মোসাদ্দেক হাসান চৌধুরী, বিটিভির যদি কিছু মনে না করেন অনুষ্ঠানের রিটা প্রমূখসহ বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহন করেন।

# শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালন করেছে যুক্তরাষ্ট্র আঃ লীগ

বাপ্‌স নিউজঃ প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী জননেত্রী এবং গণতন্ত্রের মানসকন্যা শেখ হাসিনার ২৮তম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ১৭ মে যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করেছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, শ্রমিক লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, বঙ্গবন্ধু প্রচারকেন্দ্র সমাজকল্যান পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্রসহ সোহ্‌রাওয়ার্দী স্মৃতি পরিষদ, বাংলাদেশ মানবাধিকার পরিষদসহ প্রবাসের বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে পালন করা হয়। এ উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ এদিন জ্যাকসন হাইটস-এর ৩৭ এভিন্যু এবং ৭৫ স্ট্রীটে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতা আব্দুর রহীম বাদশা এবং পরিচালনা করেন প্রচার সম্পাদক সাংবাদিক হাকিকুল ইসলাম খোকন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মানবাধিকার নেতা রতন বড়ুয়া, শিশু সাহিত্যিক হাসানুর রহমান, লেখক এবি এম সালেহ উদ্দীন, ডা. থমাস দুলু রায়, আকতার আকন্দ চৌধুরী, আইরীন পারভীন, হিন্দল কাদির বাপ্পা, চন্দন দত্ত, লুৎফুল কবীর, বদরুল হোসেন খান, আখতারুজ্জামান খান লিটু, জালাল উদ্দিন জলিল, কায়কোবাদ খান, ইসলাম উদ্দিন পংকি, আবদুস মজিদ, মনোয়ার চৌধুরী, এটি এম আলমগীর হোসেন, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ সামসুল আলম, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সভাপতি মিসবাহ আহমদ, সাধারণ সম্পাদক আনিসুল হুদা রিপন, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের আয়োজক মহিউদ্দিন দেওয়ান, সদস্য সচিব মৌলভী বজলুর রহমান, হাজী আবুল কাশেম, গোলাম কিবরিয়া বাচ্চু, নিউইয়র্ক স্টেট শ্রমিক লীগের সভাপতি কাজী আজিজুল হক খোকন, সাধারণ সম্পাদক লস্কর মইজুর রহমান জুয়েল, সিটি শ্রমিক লীগের সভাপতি প্রকৌশলী মিজানুর রহমান প্রমূখ। অপরাহ্ন ২টায় অনুষ্ঠিত হয়। বাপ্‌স নিউজ।

# 'অল মাই সান্‌স'র প্রদর্শনী ৩০ ও ৩১ মে নিউইয়র্কে

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশের অগ্রনী নাট্যদল 'নাগরিক নাট্যাঙ্গন অনসাম্বল' -এর বহুল প্রশংসিত প্রযোজনা আর্থার মিলা-এর কালজয়ী নাটক 'অল মাই সান্‌স' এর দুটি বিশেষ প্রদর্শনী হবে নিউইয়র্কে ৩০ ও ৩১মে শনি ও রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় এস্টোরিয়ার পি এস ২৩৪ মিলনায়তনে (৩০-১৫, ২৯ স্ট্রিট)।
নাটকটি অনুবাদ করেছেন ও নির্দশনা দিয়েছেন জনপ্রিয় নাট্য ব্যক্তিত্ব জামাল উদ্দিন হোসেন। অভিনয় করেছেন দেশের ও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীদের মধ্যে রওশন আরা হোসেন, লুৎফুন নাহার লতা, আর্থার আজাদ, গোলাম সারওয়ার হারুন, সীতেশ ধর, টিটু গাজী, সুমী, সেমন্তী ওয়াহেদ ও জামাল উদ্দিন হোসেন। স্থানীয় আয়োজনে রয়েছে ঢাকা ড্রামা।
ইতোপূর্বে বাংলাদেশে নাটকটির প্রায় অর্ধশত প্রদর্শনী হয়েছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

# বুড্ডিস্ট সেন্টারের আয়োজনে হলো বুদ্ধ পূর্ণিমা

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট সেন্টার অব আমেরিকা ইন্‌ক-এর উদ্যোগে বৌদ্ধদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান 'শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা ২৫৫৩' উপলক্ষে বুদ্ধ পূজা, সংঘ দান ধর্ম দেশনা ও আলোচনা সভা গত ১৭মে রবিবার সম্পন্ন হয়েছে।
নিউইয়র্ক বৌদ্ধ বিহারে অনুষ্ঠিত এই পূণ্যময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কনসাল জেনারেল মিঃ শামসুল হক, ধর্ম দেশনা ও আলোচনা সভায় অংশ গ্রহন করেন ভদন্ত বুদ্ধ প্রিয় মহাথের ভদন্ত নাগিতা মহাথের ভদন্ত সত্যানন্দ থের, বিশিষ্ট মানবাধিকার নেতা বাবু রতনবড়ুয়া বুদ্ধ পূর্ণিমা উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক বহু গ্রন্থ প্রণেতা ডাঃ বাবু অনিল বড়ুয়া বিবিসি এ'র নির্বাচন কমিশনার বাবু সুধীর বড়ুয়া, বি বি সি এ'র বোর্ড অব ডাইরেক্টর বাবু সবীর বড়ুয়া, নয়ন বড়ুয়া, সমর সিঙহ, বাবু সুরীত বড়ুয়া ও তপন বড়ুয়া প্রমূখ। এই সামগ্রিক অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন বি বি সি এ'র সভাপতি বাবু রনবীর বড়ুয়া (বাপ্পী) সহ সভাপতি বাবু অজিত বড়ুয়া, সাধন বড়ুয়া, কনক বড়ুয়া, রনী বড়ুয়া, ছোটন বড়ুয়া, অমিত বড়ুয়া, টিটু বড়ুয়া, বাদল বড়ুয়া, রুপম বড়ুয়া প্রমূখ। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

# চট্রগ্রাম এলামনাই'র বৈশাখী সন্ধ্যা ও নববর্ষ উদযাপন

নিউইয়র্কঃ গত ২মে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন আয়োজিত বৈশাখী সন্ধ্যা ও নববর্ষ ব্রুকলীনের জাফরান রেস্টুরেন্টের পার্টি হলে উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগতিক ভাষণে সভাপতি পারভেজ কাজী উপস্থিত সকল প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন কোন স্মরণীয় মুহূর্ত ও ঘটনা বর্ণনা করে সকলকে তার আনন্দ ও বেদনার ভাগীদার করার আহ্বান জানান। এই স্মৃতিচারণ পর্বে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসেন আবু ইউসুফ, স্বপন দাশ, জাহাঙ্গীর শাহনেয়াজ ডিকেন্স, মোঃ হান্নান মাসুদ, বিদ্যুৎ দাশ, ডঃ জাহাঙ্গীর আলম, মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, মোঃ নজরুল ইসলাম, বিষ্ণু গোপ, আজিজ নাইমী, রফিকুল ইসলাম, এডভোকেট শহীদুল-হ, এডভোকেট বিল-হ, সবুর খান, শামসুদ্দিন আজাদ ও আরো অনেকে।
অনুষ্ঠানে সৈয়দা পারভিন ডিকেন্স, জাহাঙ্গীর শাহনেয়াজ ডিকেন্স, ম্যাজিক কবি এডভোকেট শহীদুল-হ এবং কেউ কথা রাখেনি কবিতাটি আবৃত্তি করে সাবিনা শারমিন নাহার একটি বিশেষমাত্রা যোগ করেন। সঙ্গীতানুষ্ঠানে শিল্পী সুবহা খান ও তানজিলা নেয়াজ সকলকে আনন্দ দেন। সাকিনা ডেনীর নেতৃত্বে সমবেত কণ্ঠে 'এসো হে বৈশাখ এসো এসো' সঙ্গীতটি দিয়ে সঙ্গীতানুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শহীদুল সরকার, মিসেস সবুর খান, কেকা দাশ, সাকিনা ডেনী, সাবিনা শারমিন নাহার ও বিদ্যুৎ দাশ। বাংলাদেশী কমিউনিটিকে নিঃস্বার্থ সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য শিল্পী সাকিনা ডেনী ও শহীদুল সরকারের হাতে সম্মাননা ও উপহার তুলে দেন এসোসিয়েশনের প্রাক্তন দুই সভাপতি স্বপ্ন দাশ ও রেজাউল করিম সগীর।
অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের প্রাক্তন বৈমানিক ক্যাপ্টেন লতিফ কৌতুক পরিবেশন করে সকলের মাঝে হাসির জোয়ার এনে দেন। চিরন্তন বাঙালির সনাতন খাবার পান্তা, ইলিশ, বহু পদের ভর্তা ও মুখরোচক খাবার পরিবেশন করা হয়। জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে রাত একটায় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

# ফ্রনটেকের নতুন শাখা উদ্বোধন

নিউইয়র্কঃ ফ্রনটেক আইটি ট্রেনিং তাদের নতুন শাখা উদ্বোধন করেছে জ্যামাইকার বার্নী সেন্টারে। উদ্বোধন উপলক্ষে দিনব্যাপী সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে বক্তব্য রাখেন ফ্রনটেকের ডাইরেক্টরবৃন্দ - তাজবীর আহমেদ, মাহবুব সিদ্দিক, আসিফ মাহমুদ এবং রাসেল আনান। আনুমানিক ৮০ জন ছাত্র এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে আরো বক্তব্য রাখেন ডক্টর মহসিন আলী। ফ্রনটেক আইটি ট্রেনিং সেন্টার বিগত দু বছর এর অধিক সময় ধরে বাঙালি কম্যুনিটিতে অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে অভূতপূর্ব অবদান রেখে যাচ্ছে। এখানে আইটি-তে ট্রেনিং করে আজ অনেক প্রবাসী বাঙালি তাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছতে সক্ষম হয়েছেন। এখন থেকে ফ্রনটেক ভার্জিনিয়ার পাশাপাশি নিউইয়র্কেও ট্রেনিং ক্লাস চালু রাখবে। ফ্রনটেকের এই নতুন যাত্রায় সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করা হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

# দিব্যধামে গীতা সংঘের হরিনাম সংকীর্ত্তন ২৪মে

নিউইয়র্ক: আগামী ২৪মে রোববার নিউইয়র্কস্থ শ্রীমদভগবদ গীতা সংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচেছ উদয়অস্ত অখন্ড হরিনাম সংকীর্তন। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও নামযজ্ঞকে ঘিরে গীতা সংঘ সহ প্রবাসের সনাতন ধর্মীয় সংগঠন ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই উডসাইডস্থ দিব্যধামে শুরু হবে অখন্ড তারক ব্রক্ষনাম জপ। এবারে আবহাওয়া এবং অনুষ্ঠানের পরের দিন স্কুলসমূহ ছুটি থাকার কারনে ব্যাপকভাবে পরিবারের সকলে মিলে কীর্তনে অংশগ্রহন করবে বলে উদ্যোক্তারা আশা প্রকাশ করছেন। বাংলাদেশ হিন্দু মন্দির, ব্রুকলীনের গৌরনিতাই সংঘ, মহানাম সেবক সংঘ, বাংলাদেশ পূজা সমিতি, ব্রুকলীন ইসকন, শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত সংঘ, পূজা উদযাপন পরিষদ সহ আরও অনেক সংগঠন এবারের সংকীর্তনে অংশগ্রহণ করবে বলে ভক্তদের মনে গভীর আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' নামে। এবারও একটি স্মরণিকা প্রকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে কাজ চলছে। ভক্তদের মাঝে সারাদিনব্যাপী মহাপ্রসাদ বিতরণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
এবারের হরিনাম সংকীর্তনকে সুন্দর ও সুচারূপে সম্পন্ন করার জন্য বিশিষ্ট ধর্মপ্রাণ ব্যবসায়ী দীপক বণিক ও গোপাল সাহাকে যথাক্রমে আহ্বায়ক ও অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক মনোনীত করা হয়েছে। সকল পূণ্যার্থীদের হরিনাম সংকীর্তনে অংশগ্রহণ করার জন্য গীতাসংঘের পক্ষ থেকে বিনীত অনুরোধ জানানো হয়েছে। বিস্তারিত যোগাযোগের জন্য (৭১৮) ৬৩৯-৪৮৭৫ এবং (৭১৮) ২৯৭-৫৪২০। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সপ্তাহান্তের পূর্ণাঙ্গ খবর
নিয়ে মঙ্গলবারের
ফ্রি পত্রিকা

সাপ্তাহিক বর্ণমালা
Weekly Bornomala সময়ের নির্ভিক সাক্ষী

আমরা নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী নই, সত্য-মিথ্যার মাঝামাঝি নিরপেক্ষতা নয়, আমরা সত্যের পক্ষে। আর যারা সত্যের পক্ষে আমরাও তাদের পক্ষে।

আপনার সংগঠনের খবর বর্ণমালা'য় প্রকাশের জন্য ফ্যাক্স করুন: 718-307-7042

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন:
347-753-2355

Weekly Bornomala
153-15, 111 Ave. Jamaica. NY 11433
Tel: 347-753-2355/718-313-0343. Fax: 718-307-0742
E mail: bornomalanews@gmail.com